রত্নাবলী নাটক।

শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন

কর্ত্তৃক

চলিত ভাষায় অনুবাদিত।

কলিকাতা

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

তৃতীয়বার মুদ্রিত।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

রাজা উদয়ন	বৎসদেশাধিপতি।
যোগন্ধরায়ণ	মন্ত্রী।
বসন্তক	বিদূষক।
বাভ্রব্য	বৎসদেশ হইতে সিংহলে প্রেরিত দূত।
বিজয় বর্ম্মা	একজন সেনানী।
বসুভূতি	সিংহলাধিপতির মন্ত্রী।
বাসবদত্তা	রাজ্ঞী।
রত্নাবলী	সিংহলরাজদুহিতা কিন্তু সাগরিকা নামে বাসবদত্তার নিকটে পরিচিত।
কাঞ্চনমালা	রাজ্ঞীর প্রধান পরিচারিকা।
সুসঙ্গতা	রাজ্ঞীর পরিচারিকা, এবং সাগরিকার সখী।
মদনিকা, চূতলতিকা	চেটী।

বাজীকর, দ্বারপাল, প্রভৃতি।

বিজ্ঞাপন।

বালকদিগের স্বভাব আছে যে ক্রীড়াকালে দৈবায়ত্ত কোন কৌতুকজনক কার্য্য করিয়া উপস্থিত গুরুজনদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে তাহাতে যদ্যপি কেহ প্রসন্নবদনে হাস্য করেন তবে আহ্লাদ পূর্ব্বক সেই কার্য্যই পুনঃপুনঃ করিতে থাকে; আমার এই নাটক প্রণয়নও তদ্বৎ। পূর্ব্বে কতিপয় গ্রন্থ রচনা করাতে সজ্জনসমূহ বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ভরসায় আমি পুনর্ব্বার রচনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং পূর্ব্ববৎ অনুগ্রহের প্রত্যাশায় সাধারণ সমীপে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইতে সাহসিক হইলাম। গ্রন্থকারদিগের আদরাকাঙ্ক্ষা দরিদ্রের ধনাশার ন্যায়, একবার সফল হইলেই ক্রমশঃ বৃদ্ধিমতী হইয়া থাকে।

অশেষ আনন্দের বিষয় যে অধুনাতন লোকদিগের নাট্যব্যাপারে বিশিষ্ট অনুরাগ জন্মিতেছে। সরস সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষার নাটকসমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মল সুধাকরবিনিঃসৃত সুধাধারের আস্বাদন পাইলে কাঞ্জিকাতে

কাহারও অভিরুচি হয় না। কিন্তু সজ্জনসমূহের এরূপ প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন হওয়া যদিও নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয় বটে, তথাপি বঙ্গভাষায় নাটক সংখ্যা অতি অল্পমাত্র থাকাতে তদ্বিষয়ে সকলের ঐ নবীন অনুরাগ সম্যক্ সফল হইতেছে না; অতএব সেই অভাব দূরীকরণ পক্ষে সাধ্যানুসারে যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। অতি অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতা সত্ত্বে এই গুরুতর অধ্যবসায়ে আমার প্রবৃত্তি হওয়ারও ইহাই এক প্রধান কারণ। প্রত্যাশা যে দীপশিখার অনুপস্থিতিতে খদ্যোতের দীপ্তি দ্বারা কথঞ্চিৎ উপকার হইলেও হইতে পারে। পাঠকবর্গও এই বিবেচনাতে নিশাকরের প্রতি বামনের কর প্রসারণের ন্যায় আমার এ দুরাশা দোষ অনুকূল নয়নে অবলোকন করিতে পারেন।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে অভিনব কোন নাটক প্রস্তুত করা অতীব সুকঠিন; কিন্তু অন্য ভাষা হইতে অনুবাদ করা যে তদপেক্ষা নিতান্ত সহজ এমতও নহে। যেমন কাশ্মীর দেশস্থ উপত্যকার স্বভাবোৎফুল্ল কুসুমনিচয়, অতিযত্নেও এতদ্দেশের নিম্ন ভূমিতে বিকশিত হয় না, তদ্রূপ অশেষ রসশালিনী সংস্কৃত ভাষার চিত্তরঞ্জক ভাবাদি আধুনিক ও সংকীর্ণ বঙ্গভাষায় পরিরক্ষিত হওয়া সুদূরপরাহত। তন্নিমিত্ত রত্নাবলী

নাটকের অবিকল অনুবাদ করণে ক্ষান্ত থাকিয়া মূল গ্রন্থের স্থূলমর্ম্ম মাত্র গ্রহণ করা গেল; এবং কথোপকথনে এতদ্দেশে যেরূপ ভাষা সচরাচর প্রচলিত আছে তাহাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিলাম, তাহাতে স্থানে স্থানে কিয়দংশ পরিত্যক্ত ও স্থানে স্থানে কোন কোন ভাব পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ এইক্ষণে নাটকাভিনয় বিষয়ে যে অনেকেরই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, তাহা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত থাকায় এগ্রন্থ তদুপযোগী করণ মানসে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি, এবং তন্নিমিত্ত শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল চৌধুরী মহোদয় দ্বারা কতিপয় সংগীতও সংগ্রহ করিয়া স্থানবিশেষে যোজনা করা গিয়াছে। যদিচ যাত্রার প্রতি আমাদিগেরও অসীম অশ্রদ্ধা আছে, তথাপি এককালে সংগীত মাত্র উচ্ছেদ করা অভিমত কখনই নহে। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সংগীত সম্পর্ক নিতান্ত পরিবর্জ্জিত হইলে তাহাতে রস ও সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানির সম্ভাবনা। বোধ করি পাঠকমণ্ডলীও এই অভিপ্রায়ে অসম্মত হইবেন না।

পরন্তু দীর্ঘ ভূমিকা দ্বারা পাঠকবৃন্দের বৈরক্তি হইবার ভয় সত্ত্বেও আর একটি কথা না কহিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। বিদ্যানুরাগী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর মহোদয় এই গ্রন্থ

প্রকাশ বিষয়ে সমূহ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার অনুকূলতার কোন প্রসঙ্গ না করিলে অপরিসীম দোষে দূষিত হইতে হয়। অতএব তাঁহার নিকটে সমধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তজ্জন্য অনন্তকাল কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম, এই মাত্র সংক্ষেপে বলিয়া এই স্থলে বিরাম করা গেল।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এবারে পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রাথমিক যোগন্ধরায়ণের প্রস্তাবটি অনুপযোগী বোধে উঠাইয়া দিয়া এবং কএকটি স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত করিয়া মুদ্রিত করিলাম ও মূল্য অর্দ্ধমুদ্রা অবধারণ করা গেল।

কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়,
৫ই জ্যৈষ্ঠ সম্বৎ ১৯১৮। } শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মা।

রত্নাবলী নাটক।

প্রস্তাবনা।

[সূত্রধারের প্রবেশ।]

সূত্রধার। (খাম্বাজ, চৌতাল।)

চিত্তে চমকি চিন্তা করি,
প্রকাশি সরস রসমাধুরী,
নবরস-বশ রসিক জনেরি,
মন কি তুষিতে পারিব রঙ্গে।
মনোহর স্বর মধুর তান,
নাহি কোন গুণ করি কি গান,
এই ভয়ে হলো ব্যাকুল প্রাণ,
সাহসে কি করে মরি আতঙ্কে॥
বামন হইয়ে ধরিতে সাধ,
প্রফুল্ল বদনে গগন-চাঁদ,

উপহাস ভাবি ত্রাসে,
কাঁপিছে থর থর কায়।
সুজন-মানস মরাল সমান,
জানিয়ে সাহসে করিতেছি গান,
নিজ নিজ গুণে রাখিবে মান;
হেরি দীন জনে করুণাপাঙ্গে।

আর নিরর্থক সময়-যাপনের ফল কি? সামাজিক লোক রত্নাবলী নাটক দেখ্‌তে উৎসুক হয়েছেন; (সভার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আহ্লাদে) এই সকল সভ্য লোক এসে একাগ্রচিত্ত হয়ে বসেছেন। তবে এই সময় নাটক প্রকাশ কর্‌লে ত অভীষ্ট সিদ্ধি হতে পারে? (চিন্তা করিয়া) আর না হবেই বা কেন? এ নাটক রচনাকর্ত্তা শ্রীহর্ষদেব; তিনি রসিক চূড়ামণি; এ সভাও বিলক্ষণ গুণগ্রাহিণী; আর বৎস রাজার চরিতও মনোহর। তা একটি বিষয় উত্তম হলে লোকের অভিলাষ সিদ্ধ হয়ে থাকে, আজ্‌ তাতে আমার ভাগ্যে সকল সংযোগই হয়েছে। তবে এখন নটীকে আহ্বান করে সুসজ্জিত হয়ে আসি গে।

(নেপথ্যের প্রতি)

প্রিয়ে! একবার এ দিকে এস।

[নটীর প্রবেশ।]

নটী। কেন নাথ! আমাকে ডাক্‌লে?

সূত্র। ডাকুলেম্ কেন, বলি এই সকল সভ্য লোক বসে আছেন, তুমি এঁদের একটি গান শোনাও।

নটী। কি গান শোনাব?

সূত্র। একটি ভাল গান, যা তোমার ইচ্ছা হয়।

নটী। আচ্ছা তবে গাই।

(রাগিণী বাহার, তাল আড়া।)

উঠিল মলয়ানিল, ফুটিল ফুল বকুল।
লুটিতে কুসুম-মধু, ছুটিল মধুপকুল॥
কোকিল প্রফুল্ল মনে, পঞ্চম গাইয়ে বনে,
ভ্রমর ভ্রমরী সনে, ভ্রমিতেছে নানা ফুল।
কুটিল কুসুমবাণ, করিছে শর-সন্ধান,
কিসে রবে কুল মান, বিরহী ভেবে আকুল॥

সূত্র। আহা! কিবা মনোহর গানই গাইলে! প্রিয়ে! তোমার এই সুসংগীত-সুধাপানে আমি নিতান্ত প্রীত হলেম, এখন তোমারে কি পারিতোষিক দিব তাই ভাবৃচি।

নটী। (অভিমানে) যাও যাও নাথ! আর তোমার কথায় কায নাই! তুমি ত আমাকে সকলই দিচ্চ। আমার তেমন কপাল নয়! লোকের স্বামী লোক্‌কে কতই দেয়, তুমি আমার এম্‌নি, যে কখন আমার কপালে রাঙ্ রক্তি রূপোরক্তিও হলো না, না হউক্ গে!

সূত্র। (সহাস্য মুখে) প্রিয়ে! কি বল্যে? অলঙ্কার দিই নাই। স্বর্ণলতার ন্যায় তোমার এ শরীর জগতের অলঙ্কার হয়ে

রয়েছে; তবে নিজে যে অলঙ্কার তার আবার অলঙ্কারের প্রয়োজন কি?

নটী। (সহাস্য মুখে) ঐ গুণটীই আছে, কেবল মিষ্ট কথাতেই আমাকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারো।

সূত্র॥ কেন? মিষ্ট কথাতেই কেন? অলঙ্কার ত দিতে ত্রুটি করি নাই?

নটী। এ গুলি ত আমার বাপের বাড়ির অলঙ্কার, তুমি আবার কবে কি দেছ বল দেখি?

সূত্র। কেন দেব না? তোমার কণ্ঠে মহামুল্য রত্নাবলী দে রেখেছি, আবার কি অলঙ্কার দিব?

নটী। (হস্তদ্বারা গ্রীবা দেখিয়া) কৈ? রত্নাবলী কৈ?

সূত্র। (হাস্য করিতে করিতে) প্রিয়ে! সে কি হাত দে দেখ্‌বার রত্নাবলী? যে তুমি হাত দে দেখ্‌চ?

নটী। (চিন্তা করিয়া) ওঃ! রত্নাবলী নাটকের কথা বল্‌চ না কি? সে কি অলঙ্কার?

সূত্র। কি বল্যে প্রিয়ে? রত্নাবলী অলঙ্কার নয়? তবে পৃথিবীতে আর অলঙ্কার কি আছে? রত্নাবলী অমুল্য অলঙ্কার। অন্য অন্য অলঙ্কারের শোভা কি? কেবা যত্ন করে দেখে। দেখ প্রিয়ে! তোমার রত্নাবলী দেখ্‌তে এই সভাশুদ্ধ সকলেই ব্যগ্র হয়েছেন তা এঁদের নিকটে সেই রত্নাবলী প্রকাশ কর দেখি, এঁরা কেমন তুষ্ট হবেন। আমিও তাহারি নিমিত্তে তোমাকে ডেকেছি।

সূত্র। প্রিয়ে! তবে চল, সত্বর সুসজ্জ হয়ে আসিগে, আর বিলম্ব করা অনুচিত।

নটী। তবে চল যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম প্রকরণ।

বৎসদেশস্থ রাজপুরীর বহির্দ্বার।

[রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।]

রাজা। (উপবেশন করিয়া আহ্লাদে) ভাই বসন্তক! কি সুখের সময় দেখ দেখি! রাজ্যে শত্রু নাই। উপযুক্ত মন্ত্রির প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ হয়েছে, প্রজারা পরম সুখে আছে; কোন ক্লেশ নাই; কোন উপদ্রব নাই। আরো দেখ, বসন্ত কাল উপস্থিত; বাসবদত্তা মহিষী; আর ভাই তুমি হেন মিত্র, আমার আনন্দের আর সীমা কি বল দেখি। এ উৎসব মদনোৎসব ত নয়, এ আমারি উৎসব।

বিদূষক। না মহারাজ! এ উৎসব আপনারও নয়, কন্দর্পেরও নয় (আত্ম প্রতি দৃষ্টি দিয়া) এই যে দেখ্‌ছেন্ দুঃখি ব্রাহ্মণের ছেলে, এরই এ উৎসব। যার এমন রাজার সঙ্গে মিত্রতা, তার আর সুখের সীমা কি? তা যা হউক, উৎসবের ঘটাটা একবার দেখুন্।

রাজা। (দেখিয়া) তাই ত হে! পৌরলোকদিগের ভারি

আমোদ যে দেখ্‌তে পাই। উঃ! আবিরে আবিরে একবারে দিক্‌ আচ্ছন্ন হয়েছে!

বিদূ। ও কি দেখেন্‌?—এদিগে দেখুন্‌ একবার। (অঙ্গুলি দ্বারা দর্শান)

রাজা। (দেখিয়া) হাঁ! ঐ যে মদনিকা, চূতলতিকা, নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে এই দিগেই আস্‌চে। বাঃ! বাঃ! বেশ্‌! বেশ্‌!

[মদনিকা ও চূতলতিকার প্রবেশ]

উভয়ে। রাগিণী বাহার বসন্ত, তাল তিওট।

কি শোভা বনে বনে।
আহা মদনেরি শুভ আগমনে
নিত্য নব নব, উদিত পল্লব,
হেরি নব সব নয়নে।
নব নারী সব, নবীন বল্লভ,
পাইয়ে প্রফুল্ল মনে মনে॥
রসে শুকশারী, বসে সারি সারি,
মাধুরী প্রকাশিছে সঘনে।
পিক পঞ্চস্বরে, বুঝি পঞ্চশরে,
বাঁচায়ে বধে বিরহি গণে॥

রাজা। আহা! কিবা মনোহর সংগীত! আমার অন্তঃকরণকে একবারে মুগ্ধ করে তুল্যে!

বিদূ। (সহাস্য মুখে) এই গান শুনেই আপনি একবারে মুগ্ধ হলেন, আবার যদি আমি গাই, তা হলে মহাদেবের গানে যেমন বিষ্ণু দ্রব হয়েছিলেন, আপনিও আমার গানে তেম্নি হবেন।—তা যাব কি? ওদের কাছে গে একটা গেয়ে আস্‌ব?

রাজা। (হাস্যমুখে) ক্ষতি কি? যাও, কিন্তু ভাই! ভয় হচ্চে, পাছে তোমার গানে আবার দেশের শৃগাল একত্র হয়।

বিদূ। (সহাস্য মুখে) হাঁ! আপনি উপস্থিত থাক্‌তে কি শৃগাল এখানে আগুতে পারে—তায় ভয় নাই, আমি চল্লেম। (নর্ত্তকীদ্বয় মধ্যে গিয়া ভেকবৎ নৃত্যারম্ভ) মহারাজ! চেয়ে দেখুন্ একবার, কেমন বাইআনা নাচ্চি, এমন নাচ কোথায় দেখেছেন?

রাজা। (সহাস্য মুখে) হাঁ বেশ্ উত্তম বাইআনা নাচ্চ! এ বাইয়েরি কর্ম্ম বটে, তা আর নাচে কায নাই, একটি গাও শুনি।

বিদূ। (নর্ত্তকীর প্রতি) ওরে মাগিরে! তোদের এই শোলোক্‌টা আমায় শিকিয়ে দেনা রে।

মদনিকা। দূর্ হতভাগা, একি শোলোক্? এ যে রাগ।

বিদূ। (সভয়ে) ও বাবা! রাগ। রাগের কথা শুনে আমার ভয় করে যে। হাঁ রে মদনিকে! তোরা কি বাজনা বাজিয়ে রাগ করিস্?

মদ। এ সে রাগ নয়—এ গাইতে হয়।

বিদূ। এ রাগেতো পেট ভরে না? তবে এ মিছে রাগে আমার কায নাই, বরং আমি রাজার কাছে যাই। (গমনে উদ্যত)।

চূত। না, তা হবে না, একটা গেয়ে যেতেই হবে। (ধরিয়া টানাটানি)

বিদূ। (পলাইয়া রাজ সমীপে আসিয়া) মহারাজ! আপনি মনে করবেন্ না যে, আমি পালিয়ে এসেছি, আমি কেমন নেচে গেয়ে এলেম্।

রাজা। (সহাস্য মুখে) না, না, তা কি হয়? তুমি দিব্য নেচে গেয়ে এসেছ, পালাবে কেন?

চূত। (রাজ সমীপে আসিয়া) মহারাজ! রাজমহিষী আজ্ঞা—না, না, নিবেদন করলেন,—

রাজা। (সহাস্য মুখে) চূতলতিকে! এই বসন্ত সময়, এ সময়ে "মহিষী আজ্ঞা কর্লেন,, এই কথাই ত শুন্‌তে ভাল লাগে, তা লজ্জা কি বল, মহিষী কি আজ্ঞা করেছেন?

চূত। আজ্ তিনি মদনোৎসবে মকরন্দোদ্যানে মদনপূজা কত্যে যাবেন, তাই আপনি অনুগ্রহ করে সেথায় একবার আসুন্।

রাজা। (আহ্লাদে) সখি! এতে আর আমার অনুগ্রহ কি? বরং তিনিই অনুগ্রহ করে বলে পাঠিয়াছেন। তা তুমি বল গে, আমি সেথায় চল্যেম। ওঠো হে বসন্তক! চল, আমরা মকরন্দো-দ্যানে যাই।

বিদূ। সেখানে গেলে কিছু খেতে পাব ত?

রাজা। (নর্ত্তকীদ্বয়ের প্রতি) সখি! তোমরা যাও, আমি চল্লেম্।

নর্ত্তকীদ্বয়। যে আজ্ঞা। (নর্ত্তকীদ্বয়ের প্রস্থান।)

রাজা। কৈ হে উঠ্‌লে না?

বিদূ। আজ্ঞা হাঁ, এই যে উঠেছি, চলুন, এই দিগ্‌ দে আসুন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় প্রকরণ।

—০০০০●০০০০—

মকরন্দোদ্যান।

[রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।]

রাজা। সখে বসন্তক! আহা কুসুম সময়ে মকরন্দোদ্যানের কিবা শোভাই হয়েছে। দেখ দেখ, চতুর্দ্দিগে নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়েছে, মন্দ মন্দ সমীরণ বিহঙ্গগণের সুমধুর কলরব! ভ্রমরের গুণ্‌ গুণ্‌ ধ্বনি, আহা! এ স্থানে এসে আমার অন্তঃকরণ স্নিগ্ধ হলো।—কৈ ভাই, তুমি যে কিছুই বল্‌চ না?

বিদূ। কি বল্‌ব? আপনার যেমন কথাশ্রী, মকরন্দোদ্যানের আবার শোভা কি? দুটো চাটো ফুল ফুটেছে বৈ ত নয়। মহারাজ! এই সন্ধ্যার সময় ময়রার দোকানের যে শোভা, যদি একবার দেখেন, আহা! এক এক থাল সাজান, দেখ্‌লে অম্নি চক্ষু জুড়ায়, তার কাছে কি এ?

রাজা। (হাস্য করিয়া) হাঁ, সে তোমার পক্ষে বটে। তা যা হউক, মহিষী যে এখনও এলেন্ না?

বিদূ। আপনি মহিষী মহিষী করে গেলেন যে? একটু বিলম্ব করুন্ এসেন্ এই।

রাজা। (সহাস্য মুখে) না হে, আমি তোমার নিমিত্তেই ব্যস্ত হয়েছি, বলি মহিষী এলে নৈবেদ্যের কলাটলা খেতে পাবে; তাই বল্‌ছি। তা চল ততক্ষণ আমরা ঐ সরোবরে রাজহংসীর ক্রীড়া দেখিগে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

[কিঞ্চিদ্দূরে বাসবদত্তা, কাঞ্চনমালা ও সাগরিকার প্রবেশ।]

বাস। আলো সখি কাঞ্চনমালা! কৈ? সে অশোক গাচটা কৈ লো? পূজার সময় যে হয়ে এলো।

কাঞ্চ। এই যে, রাজমহিষি! আসুন্ না, আর বিস্তর দূর নেই, ঐ নবমালিকা দেখা যাচ্চো, অকালে ঐ গাচের ফুল ফুটাবার জন্যে রাজা কতই যে কচ্যোন্, তার আর সীমা নাই।

বাস। হাঁ হাঁ! বটে বটে! সে কি ঐ গাচটা?

কাঞ্চ। হাঁ রাজমহিষি! ঐ, ঐ গাছেরই এট্টু ডাইনে—উই দেখা যায় অশোক গাচ, ঐ খানে আপনি পূজো কর্‌বেন, তা একটু চলে আসুন্।

(সকলের আগমন।)

কাঞ্চ। রাজমহিষি! এই সেই অশোক গাচ, এই খানে পূজো করুন্।

বাস। হঁা করি, তুমি পূজার সামগ্রী দেও।

সাগরিকা। রাজমহিষি! এই পূজার সামগ্রী।

(পুষ্পপাত্র দান।)

বাস। (সাগরিকাকে দেখিয়া শঙ্কিত ভাবে মনে মনে) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! এ আবার এখানে এসেছে? তবেই ত ঘোর বিপদ্! একে রাজা দেখ্‌লে কি রক্ষা থাকবে! তবে এখন কি করি?— (চিন্তা করিয়া) তবে সেই ভাল, রাজা না আস্‌তে আস্‌তেই একে শীগ্‌ঘীর বাড়িতে পাঠিয়ে দি। (প্রকাশে) অলো সাগরিকে! বলি তুই কি লা? এমন করে কি আস্‌তে হয়? আজ্ মদনোৎসব, বাড়ির সকলে ব্যস্ত, তুই আমার শারিকাকে কোথা ফেলে এলি? যা যা, শীগ্‌ঘীর যা, সে বড় উড়ুক্কু পাখি, এতক্ষণ বুঝি উড়ে গেল, যা, আর একটুও দাঁড়াস্‌নে যা, যা—কৈ এখনো গেলিনে?

সাগ। আজ্ঞে, এই যাই। (কিঞ্চিৎ গিয়া স্বগত) কেন আমিত শারিকাকে সুসঙ্গতার হাতে রেখে এসেছি, তার নিমিত্তে এট্টা ভাবনা কি? এত তাড়াতাড়িই যাব কেন? একটু দেখিই না! আমাদের সেখানে যেমন মদনোৎসবের ঘটা হয়, এ দেশে সেই রূপ হয় নাকি? তা যতক্ষণ পূজার সময় না হয়, ততক্ষণ বরং গোটা কত ফুল তুলে আনি গে; এনে আপ্‌নি কেন স্বহস্তে মদন-পূজা করি না?——সেই ভাল, তাই যাই।

(পুষ্পার্থ সাগরিকার প্রস্থান)

বাস। সখি! কৈ? পূজার সামগ্রী দেও দেখি, পূজা করি।

কাঞ্চ। এই সকলি প্রস্তুত আছে।

(রাজমহিষীর পূজায় উপবেশন)

[রাজা ও বিদুষকের পুনঃ প্রবেশ]

বিদূ। মহারাজ! ঐ যে রাজমহিষী এসেছেন।

রাজা। হাঁ চল ভাই নিকটে যাই।

রাজা। (নিকটে আসিয়া সহাস্য মুখে) কি প্রিয়ে? ভগবান্ কন্দর্পকে পূজা কর্‌চ্য? ভাল! ভাল! আহা আজ্ তোমার কিবা শোভাই হয়েছে! স্নান করে, ধৌত বস্ত্র পরে, যেন সাক্ষাৎ রতিই মূর্ত্তিমতী হয়ে বসেছ!

বাস। (রাজাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে) নাথ! এসেছেন, আসুন্ আসুন্; এই আসনে বসুন, কন্দর্প পূজা হয়েছে, এখন আপনাকে পূজা করি। (রাজাকে আসনে বসাইয়া মাল্য চন্দন প্রদানারম্ভ।)

[বৃক্ষের অন্তরালে সাগরিকার প্রবেশ]

সাগ। (সবিষাদে) যাঃ ফুল তুল্‌তে গে বুঝি পূজার সময় উত্তীর্ণ করে ফেল্লেম। ফুলের এমনি লোভ, একটি তুল্লে আবার একটি তুল্‌তে ইচ্ছা হয়, আবার একটি তুল্লে আবার একটি তুল্‌তে ইচ্ছা হয়, তাইতেই বিলম্ব হয়েছে। এখন দেখি দেখি, পূজা হয়ে গেছে কি না? (দেখিয়া আহ্লাদে) না, এই যে রাজমহিষী

পূজায় বসেছেন। (বিলক্ষণ রূপে দেখিয়া সবিস্ময়ে) এ কি! কন্দর্পের এমন রূপ! আমার বাপের দেশে কন্দর্পের প্রতিমা করে না, নিরাকার কন্দর্পেরই পূজা করে। এ দেশে তা নয়, মুর্ত্তিমান্ কন্দর্পের পূজা হচ্যে। তা ভালই ত, তবে আমিও এই সময় লুকিয়ে লুকিয়ে পূজা করে যাই নে কেন? পুষ্পাঞ্জলি লইয়া হে কুসুমায়ুধ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমার এই দৃষ্টিই যেন শুভদৃষ্টি হয়। (পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম; পুনর্ব্বার দেখিয়া) এ কি! অ্যাঁ! কন্দর্পের মূর্ত্তি এমন? একবার দেখ্‌লে আবার দেখ্‌তে ইচ্ছা করে। না, আর দেখব না, রাজমহিষী দেখ্‌তে পেলে তিরস্কার কর্‌বেন। আমি এই সময় পালাই।

(গমনারম্ভ।)

বাস। সখা বসন্তক! এস তোমাকে কিছু খাবার দি।

বিদূ। (সন্তোষে) হাঁ দিন, (খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও ভক্ষণ, আহ্লাদে) এই এখন ব্রত হলো, খাবার না পেলে কি ব্রত হয়ে থাকে? (উদরে হস্তাবমর্ষণ)।

রাজা। প্রিয়ে! পূজা হয়েছে কি?

সাগ। (ফিরিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে) ইনি কি রাজা উদয়ন? কন্দর্প নন? আমি মনে করে ছিলেম্ কন্দর্প।

আহা! রাজার কি রূপ! এমন রূপ ত আমি কোথাও দেখি নাই। (সবিষাদে) হায়! বিধাতা আমারে দুটি বৈ চোক দেন নাই, তার আবার নিমেষ করে দেছেন। যদি অনেক চোক হোতো, আর নিমেষ না পড়্‌তো, তা হলেই মনের সাধ পূর্ণ করে দেখ্‌তেম।

যা হউক, রাজমহিষীর কি কপাল! রাজমহিষীর মা বাপ কেমন বর দেখে মেয়ে দেছেন। (চিন্তা ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তা আমার বাপ মাও ত এই রাজার সঙ্গে বে দিতে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, বিধাতাই নষ্ট করলেন, তাঁদের দোষ কি? (পুনর্দ্দীর্ঘ নিশ্বাস) হা! আমার কি পোড়া কপাল। আমি এমন সামগ্রীতে বঞ্চিত হয়ে রয়েছি। আমার মত অভাগিনী আর ত্রিসংসারে কেউ নাই—তা আর ক্ষোভ করলে কি হবে? যা হউক, রাজার রূপ দেখে আমার চক্ষু জুড়াল, আমি আজ কৃতার্থ হলেম। তবে একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। (কিঞ্চিৎ-কাল নিরীক্ষণ করিয়া) না আর দেখলেই বা কি হবে? এ দেখায় কেবল যাতনা বৈ ত নয়। এখন আমি যাই, আবার রাজমহিষী টের পেলে আর রক্ষা থাকবে না।

(রাজার প্রতি সতৃষ্ণ-দৃষ্টি প্রদান করিতে করিতে সাগরিকার প্রস্থান)

[নেপথ্যে বৈতালিকের সন্ধ্যাসূচক সংগীত]

রাগিণী পুরবী। তাল একতালা।

কি শোভা দিবাবসান।
ধরে তান করিছে গান পিকগণে,
কুমুদিনী প্রফুল্ল মনে মনে পতি সনে,
নলিনী মলিনী, হইয়ে দুখিনী,
দিনমণি ভিন্ন ধনি,

মনেরি খেদে যেন ঢাকিল বয়ান ॥
নিশাকর দিয়া কর কুমুদিনী বদনে,
প্রমোদিত মদনে,
হায় হায় হায়, সুখ কব কায়,
ভৃঙ্গ সঙ্গে করিছেন মধু পান ॥

রাজা। শুনিয়া একি? সন্ধ্যা হলো নাকি? ওহে আমরা মদনোৎসবে মত্ত হয়ে সন্ধ্যার সময় অতিক্রম করছি। চল তবে আমরা গৃহে যাই।

(সকলের প্রস্থান।)

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম প্রকরণ।

(উদ্যানমধ্যে কদলীগৃহ।)

[তুলিকা, পট প্রভৃতি লইয়া সাগরিকার প্রবেশ।]

সাগ। (উপবেশন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পূর্ব্বক স্বগত) হা অন্তঃকরণ! তুমি কেন এমন হলে? এমন হলে কি হবে বল দেখি? যে সামগ্রী দুর্ল্লভ, তার নিমিত্তে লোভ কর কেন? লোভ কর্‌লে কি হবে? কেবল দুঃখই পাবে বৈ ত নয়। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ালে কি হয়ে থাকে, তা তুমি বিবেচনা কর না? যেমন অদৃষ্ট করে জন্মেছ। যদি কপাল ভাল হতো তবে আজ্‌ ভাব্‌না কি ছিল, বল দেখি? তা যা হউক, তুমি কি? তোমার কিছুই জ্ঞান নাই? যাকে একবার দেখে তোমার এত যন্ত্রণা, আবার তুমি তাকে কি বলে দেখ্‌তে চাও? ছি! ছি! তোমার লজ্জাও নাই? আর তোমার মত ত নিষ্ঠুর আমি কোথাও দেখি নাই। তুমি আমারি হয়ে, আমার কাছেই চিরকাল আছ; কি আশ্চর্য্য! একবার অন্যকে দেখে, আমার সঙ্গে যে এত ভাব, এত প্রণয় তা সকলি একেবারে ভুলে গেলে? আমাকে এখানে ফেলে কোথা গে রয়েছ,

বল দেখি? আর তোমাকে বল্লেই বা কি হবে? তুমি পরাধীন বৈত নও। কন্দর্প তোমাকে পরাধীন করেছেন, তাতেই তুমি এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছ। তা ভাল, প্রভু কন্দর্প! তুমি কেমন দেবতা?

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

শুন রতিপতি করি হে তোমারে এই মিনতি।
এ রীতি কি রীতি তব হইয়ে ভূপতি।
অনঙ্গ হইয়ে কত,　　রঙ্গ কর মনোমত,
বধিতে যুবতী,
হর কোপানলে জ্বলে গেল না কুমতি।
তব শরে নিরন্তর,　　জর জর চরাচর
অমর প্রভৃতি;
সে শর সন্ধান কেন অবলার প্রতি।

হা প্রভু কন্দর্প! তোমার কি একটুও দয়া হয় না? আর দয়া ই বা তোমার হবে কেন? তুমি অনঙ্গ, তুমি ত অঙ্গের বেদনা জান না, তুমি নিজে পোড়া, সকলকেই পোড়াতে চাও (দীর্ঘ-নিশ্বাস) যা হউক্, আমি অভাগিনী, বুঝি আমার মরণই উপস্থিত হলো। (পট দেখিয়া) এখন লিখ্‌তে কি পার্‌বো? যে শরীর কাঁপ্‌চে, ভাল হবে না। তা যা হউক, যেমন তেমন করে লিখে দেখি, যদি তাতেও একটু ভাল থাকি। (চিত্রপট

[উদ্যানে শারিকা হস্তে সুসঙ্গতার প্রবেশ।]

সুসঙ্গতা। (স্বগত) রাজমহিষী সাগরিকার কাছে পাখিটে দিতে বল্যেন, কিন্তু তাকে তো আমি দেখ্‌তে পাচ্চি নে, সে গেল কোথা ? নিপুণিকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বল্যে নতুন বাগানের ঐ দিকে নাকি সাগরিকা গ্যাছে ; তা কৈ ? দেখ্‌তে তো পাইনে।——(অন্বেষণ।)

এই কদলী গৃহে আছে কি ? দেখি দেখি ? (গৃহে প্রবেশ) এ কি ! সাগরিকা যে বড় এখানে একা বসে একমনে ছবি আঁক্‌চে ? পেছু থেকে দেখি দেখি, কাণ্ডটাই কি ? (পশ্চাদ্ভাগে গমন, ও দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে) এ কি ! হাঁ ! এই যে রাজাকে লিখেছে। (আহ্লাদে) ভাল ভাল, না হবেই বা কেন ? রাজহংসী পদ্মবন ছাড়া কি আর অন্যত্রে কেলি করে ?

সাগ। (স্বগত) এই তো লেখা হলো ; এখন চক্ষের জলে যে কিছুই দেখ্‌তে পাই নে ; কেমন করে দেখি ? (করে চক্ষুর্জল মার্জ্জন করত সুসঙ্গতাকে দেখিয়া চিত্রপট আচ্ছাদন পূর্ব্বক প্রকাশে) এস এস সখি ! বোসো।

সুসং। (বসিয়া) সখি ! লুকিয়ে রাখ্‌লি কেন লো ? দেখি না কেমন পট আঁক্‌লি (পট লইয়া দর্শন) সখি ? এ কাকে এঁকেছিস্ ? এ কে, বল্ না শুনি ?

সাগ। (অপহ্নুব করিয়া) না না সখি ! ও কেউ নয়, বলি

এই মদনের উৎসবের সময়, এখানে বসে বসে কি করি, তাই মদনকে আঁক্‌লেম্‌ ভাল হয় নি কি?

সুসং। (ঈষৎ হাসিয়া) কেন সখি ভাল হবে না? দিব্যিটি হয়েছে। বেশ এঁকিছিস্‌ কিন্তু ভাই, পটখানা যেন শূন্য শূন্য বোধ হচ্যে, একা থাক্‌লে কি মদনের শোভা হয়? তা আগে আমি ওর পাশে রতি লিখে দিই, দেখিস্‌ দেখি, তখন কেমন শোভা হবে।

(তুলিকা লইয়া রতি বলিয়া সাগরিকার প্রতিমূর্ত্তি লিখন।)

সাগ। (দেখিয়া ঈর্ষাপূর্ব্বক) কেন তুমি আমায় এতে লিখ্‌লে?

সুসং। (হাস্য করিয়া) রাগ কর কেন ভাই! রাগ কোরো না, যেমন তুমি মদন লিখেছ, আমিও তেমনি রতি লিখিছি। তা ভাই তুমি আমাকে ভিন্ন ভাবো, আমি কি তোমার পর? এমন কর কেন? কি হয়েছে বল? আমার কাছে তোমার কিছু গোপন করা উচিত নয়।

সাগ। (লজ্জাবনত মুখে স্বগত) সুসঙ্গতা দেখ্‌ছি বুঝ্‌তে পেরেছে; আর গোপন খাটিবে না। (প্রকাশে) প্রিয়সখি! তুমি সকলি জেনেছ; আর কি বলিব। তা ভাই এই করো, যে অন্য কেউ যেন এ কথা জান্‌তে না পারে; আমার ভাই বড় লজ্জা।

সুসং। লজ্জা কি ভাই। এমন কন্যার এইরূপ বরেই ত অভিলাষ হওয়া উচিত। তা একথা আর কে জান্‌তে পার্‌বে? আমি কি একথা আর কার কাছে বল্‌বো? তুমিও যেমন ভাই!

সাগ। (সকাতরে) সখি! আমার শরীর কেমন কচ্যে অন্তঃকরণ একেবারেই অধৈর্য্য হইয়ে উঠ্‌লো, কি হবে? কোথা যাব? সখি! আমার প্রাণ কেমন করে। (ভূতলে শয়ন।)

সুসং। সাগরিকা! ভয় কি লো? এত অস্থির হইস্ কেন? কি কর্‌বি বল, শরীর কি বড় কেমন কর্‌চ্যে? তবে আমি যাই, গে পদ্মের পাতা, পদ্মের মৃণাল এনে, তোকে পদ্মের পাতায় শোয়াই, পদ্মের পাতার বাতাস করি, এই সব কর্‌লেই এখন তোর শরীর একটু জুড়বে। (পদ্মপত্রাদি আনিয়া প্রদান।)

সাগ। (সবিষাদে) কেন সখি, পদ্মপাতার বাতাস্ কর? কেন মৃণাল দাও? কেনই বা জল দেও, আমার প্রাণ কেমন কচ্যে! কেন তুমি মিছে ক্লেশ কর। আমি কি আর বাঁচ্‌বো? দেখ সখি!

পরাধীন চিরদিন লজ্জা ভয় অতি।
কুলবালা তাতে জ্বালা দেয় রতিপতি॥
দুর্ল্লভ জনের প্রতি অভিলাষি মন।
মরণ শরণ মোর মরণ শরণ॥

সুসং। ঐ যাঃ। মর্, কেমন করে আবার শারিকাটা উড়ে গেল? ওটা বড় কদুয্যি পাখি, ও একবার যা শোনে তাই শেখে, শিখে আবার যার তার কাছে বলে। তা ওটা তো আমাদের সেই সব কথা শুনেছে, কারু কাছে যদি বলে, তবেইত প্রকাশ হয়ে পড়্‌বে। সখি! আমি ওকে তত্ত্ব করে ধরে আনি গে; তুমি এখানে একটু শুইয়ে থাক; আমি এলেম্ বলে।

(শারিকার অন্বেষণে সুসঙ্গতার প্রস্থান।)

সাগ। (কথঞ্চিৎ উঠিয়া) তবে আমিও যাই। সুসঙ্গতা! দাঁড়া-লো-আঃ যেতেও যে পারি নে, শরীর এত দুর্ব্বল হলো কেন। (চিন্তা করিয়া) হাঁ, মন নাকি অত্যন্ত অস্থির হয়েছে, তাই শরীরেরও এই দশা ঘট্‌লো, তা মন! তুমি কেন পর পর কোরে আপনাকে আপনি হারাও।

রাগিণী বারে য়া। তাল ঠুংরী।

আরে পরবশ মন।
পরে জানিবে পর যে কেমন॥
ছিছি মন পরেরি তরে, কি হবে যতন কোরে,
পরস্পরে হবে পরে, সদা জ্বালাতন।
যে জন পরের লাগি, হয় সদা অনুরাগী,
হতে হয় দুঃখভাগী, যাবত জীবন॥
পরাধীন মন যার, বাঁচিয়ে কি ফল তার,
বিনা দাহে অনিবার, দহে সেই জন॥

যাই সুসঙ্গতা আবার কোন্‌ দিকে গেল দেখি গে, এখানে একা থেকেই বা কি হবে?

(অল্পে অল্পে সাগরিকারও প্রস্থান)

[রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।]

বিদূ। (সোৎসুকে) তার পর?

রাজা। (আহ্লাদে) তার পর, শ্রীখণ্ডদাস সেই নবমালিকার নাকি আজ্ ফুল ফুটিয়েছে——

বিদূ। (সবিস্ময়ে অ্যাঁ। ফুটিয়েছে?

রাজা। ভাই, মণিমন্ত্র-মহৌষধিতে কি না হয়?

বিদূ। অ্যাঁ। বলেন্ কি!

রাজা। চল না ভাই, স্বচক্ষে দেখে আসি গে।

বিদূ। তবে চলুন্।

উভয়ের গমন।)

রাজা। তুমি আগে আগে চল।

বিদূ। (অগ্রে কিঞ্চিৎ গিয়া ভয়ে ফিরিয়া রাজাকে ধারণ পুর্ব্বক) মহারাজ! পালান্ পালান্।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) কেন কেন কি হয়েছে কি হয়েছে।

বিদূ। ও বাবা মস্ত একটা ভূত! আমার গা কাঁপ্‌চ্যে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আঃ ভাগ্যিস্ আর এগুই নি, আর এটু এগুলেই ঘাড় ভাঙতো। বা বা! আর আমি যাব না, আজ্ একে শোন্ মঙ্গলবার ঠিক দুক্কুর বেলা।

রাজা। দূর মুর্খ! ভূত কোথা?

বিদূ। আপনি বিশ্বাস না করেন ঐ দেখুন্ বকুল গাছে বোসে। ঐ যে, উঃ। দুখান পা আবার পেছু দিকে!

রাজা। (অগ্রে গিয়া) কৈ? কোথা ভূত (শারিকাকে দেখিয়া) ঐ! ও যে একটা শারিকা পক্ষী।

বিদূ। (সবিস্ময়ে) ও কি শারিকা পাখী?

রাজা। হাঁ শারিকা নয় ত কি ভূত ?

বিদূ। (হাস্য করিয়া) তাই আপুনি শারিকাকে ভূত বলে পালাচ্ছিলেন, ?

রাজা। (সহাস্য মুখে) হাঁ আমিই পালাচ্ছিলেম্ বটে। তোমার ভারি ভরসা। তা যা হউক, শারিকা কি বল্‌চো, শোন।

বিদূ। (সহাস্যমুখে) শারিকা আর কি বল্‌বে? বল্‌চো, এই ব্রাহ্মণের ছেলেকে কিছু খেতে দেও, কিছু খেতে দেও" এই কথাই বল্‌চো; আর কি বল্‌বে ?

রাজা। (সহাস্য মুখে) যে পেটুক, সে কেবলি খাবার কথা শোনে।

বিদূ। না, তবে দাঁড়ান, আমি ভাল করে শুনে বল্‌চি। (শুনিয়া) মহারাজ! শারিকা যা বল্‌চো, আমি ত তার অথ কথো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

রাজা। কেন ? কি বল্‌চো ? কথাটাই কি বল না ?

বিদূ। বল্‌চো " কেন তুমি আমায় এতে লিখ্‌লে ? ——রাগ করো কেন ভাই, রাগ করো না, যেমন তুমি মদন লিখেছ, আমিও তেমনি রতি লিখিছি"। এই সব কথা বল্‌চো, তা মহা-রাজ ওর অর্থ কি ?

রাজা। (চিন্তা করিয়া) হাঁ! বোধ হয়, কোন নায়িকা আপনার হৃদয়বল্লভকে চিত্রপটে লিখে সখীর নিকটে, কন্দর্পকে লিখালেম বলে বুঝি [illegible]

সে রতিকে লিখি বোলে সেই পটের এক পাশে সেই নায়িকাকেই লিখেছে, তা সে নায়িকা গোপন কর্‌বার জন্যে ঈর্ষ্যাপূর্ব্বক এই কথা বলে থাকবে।

বিদূ। (সহাস্য মুখে) এ কথার কি এই অর্থ? আপনি ত ভারি পণ্ডিত দেখ্‌তে পাই।

রাজা। (হাসিয়া) না ভাই, আমি পণ্ডিত নই, তুমি একটু চুপ কর, আবার কি বল্‌চ্যে শোন।

বিদূ। (শুনিয়া) মহারাজ! আবার বুলচ্যে, "কেন সখি! পদ্মপাতার বাতাস করো? কেন মৃণাল দাও? কেনই বা জল দাও? আমার প্রাণ কেমন কচ্যে। কেন তুমি মিছে ক্লেশ কর? আমি কি আর বাঁচ্‌বো?" আপনি শুনলেন কি?

রাজা। হাঁ ভাই! শুনেছি; বুঝেওছি। আবার শোন দেখি।

বিদূ। (শুনিয়া) মহারাজ! ও শারিকাটা আবার চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের মত বেদ পড়্‌তে লাগলো।

রাজা। বেদ কেমন্?

বিদূ। বলচ্যে।

"পরাধীন চিরদিন লজ্জা ভয় অতি।
কুলবালা তাতে জ্বালা দেয় রতিপতি॥
দুর্ল্লভ জনের প্রতি অভিলাষি মন।
মরণ শরণ মোর মরণ শরণ॥"

রাজা। (সহাস্য মুখে) হাঁ, এ বেদই বটে। তুমিও যেমন

বিদূ। বেদ নয়? তবে এটা কি?

রাজা। ও একটি শ্লোক। কোন নায়িকা আপনার, হৃদয়-বল্লভকে না পেয়ে আপনার মরণাবধারণ কোরে এই শ্লোকটি পড়ে থাকবে!

বিদূ। আমি মনে করেছিলেম বেদ; এটা কি শ্লোক! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! (করতালি প্রদান পূর্ব্বক উচ্চহাস্য!)

রাজা। (ঊর্দ্ধে দেখিয়া) সবিষাদে যাঃ, ওরে মুর্খ! কি কর্‌লি! শারিকাকে উড়িয়ে দিলি। আহা! এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা গুলি বল্‌ছিল, শুন্‌তে দিলিনে। যাঃ!

বিদূ। মহারাজ! আপনি মিষ্টি কথা কি বল্‌ছেন। ঐ ত কথাশ্রী! হুঁ! আমাদের বাড়িতে একটা পাখি আছে; আহা সেট যে পড়ে; মহারাজ বল্‌লে না প্রত্যয় যাবেন, তার পড়া শুন্‌লে অমুনি কর্ণ জুড়ায়।

রাজা। হাঁ, সে ভাল। তা তুমি এখন দেখ শারিকা কোন্ দিকে উড়ে গেল।

বিদূ। ঐ কদলীগৃহের ঐ দিকে গেছে; দেখ্‌বো? তা আপ্‌নিও আসুন্ না। (উভয়ের কিঞ্চিৎ গমন।)

বিদূ। (অগ্রে কদলীগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক চিত্রপট পাইয়া মহারাজ! এক সামগ্রী পেয়েছি, তা আপনাকে তো দেখাব না।

রাজা। দেখি, দেও না ভাই, কি পেয়েছ।

বিদূ। এতে দুটি ছবি লেখা আছে; তা কিছু না পেলে কি এমন পট দেখান যায়?

রাজা। (বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দেখিয়া স্বগত) এ ত আমারি প্রতিমূর্ত্তি, আবার এর পাশে একটী কন্যা রয়েছে। আহাহা! কি চমৎকার রূপ! এমন রূপত আমি কখন দেখি নাই! এমন রূপ কি মানুষের আছে? বিধাতা যখন এর মুখচন্দ্র নির্ম্মাণ করেছিলেন, তখন তাঁর আসনপদ্ম অবশ্যই মুদিত হয়ে থাক্‌বে।

বিদূ। ইঃ! আপনি যে আপনার ছবি দেখেই মগ্ন হলেন!

রাজা। (না শুনিয়াই স্বগত) সেই শারিকা যার কথা বল্‌ছিল, বোধ হয় এ সেই কন্যাই বা। এই কন্যা আমার প্রতি অনুরক্তা হয়ে আমাকে লিখে থাক্‌বে; তাই এর সখী আবার এর প্রতিমূর্ত্তি লিখে দেছে। তা যা হউক, এ কন্যাটি কে?

বিদূ। উঃ! ছবি দেখে রাজার যে একেবারেই চক্ষু স্থির।

রাজা। (সচকিতে) অ্যাঁ! কি বলচো?—

বিদূ। না এমন্ কিছু নয়। বলি, আপনি যে বড় মগ্ন হয়েই আপনার ছবি দেখ্‌তে লাগলেন; তাই বল্‌চি।

রাজা। না ভাই! আপনার নয়। এই দেখ দেখি এ পাশে কেমন কন্যা একটী রয়েছে।

বিদূ। (দেখিয়া) হাঁ, ও কন্যাটী যে, তা আমি কিছু কিছু জানি। ওর নাম সাগরিকা; ওকে রাজমহিষীর কাছে একবার দেখেছিলেম। রাজমহিষী ঐ কন্যাকে লুকিয়ে রেখেছেন; কাকেও দেখ্‌তে দেন না।

রাজা। বটে! (পট নিরীক্ষণ।)

[সুসঙ্গতা ও সাগরিকার
প্রবেশ।]

সুসং। কৈ? শারিকা ত পেলেম না, তবে চল বরং চিত্র-পট খানা আনি গে।

সাগ। তাই যাই চল।

সুসং। (শব্দ শুনিয়া) এই কদলীগৃহে রাজা বুঝি এসেছেন, কথা শোনা যাচ্যে, তা এস দেখি। (কিঞ্চিৎ গিয়া একান্তে উভয়ের অবস্থিতি।)

বিদূ। তা আপনি যে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন; চক্ষের পলক ফেল্‌তেও ভুলে গেলেন নাকি?

সুসং। (দেখিয়া) ঐ গাঃ! সখি, যা ভেবেছি তাই হয়েছে। রাজা সে পটখানা দেখ্‌তে পেয়েছেন।

সাগ। (সভয়ে) সখি! কি হবে তবে?

সুসং। হবে আর কি, শোননা কি বলেন্। (গোপনে উভয়ের শ্রবণ।)

বিদূ। যাঃ আমাদের রাজার দুটি চক্ষুই একেবারে গেলো! মহারাজ! আপনি যে কোরে চেয়ে রয়েছেন, চোক দুটি না খরিয়ে ফেল্যোই বাঁচি।

রাজা। যাও, যাও, মিছে বোকোনা. এমন কন্যা কোথাও দেখেছ? এমন রূপ কি ত্রিভুবনে আছে?

সুসং। (জনান্তিকে) শুন্‌লে সখি!

সাগ। (জনান্তিকে) তুমিই শোন; তোমারি চিত্রের প্রশংসা হচ্যে।

বিদূ। মহারাজ! আচ্ছা বলুন্ দেখি, এ অধোমুখে রয়েছে কেন?

রাজা। শারিকা ত সকলি বলেছে।

সুসং। (জনান্তিকে) ঐ শোন্ সখি! সব প্রতুল হয়েছে, শারিকা সব প্রকাশ করে ফেলেছে।

বিদূ। তা, এ কন্যা কি আপনার মনোনীত হয়? আপনি কি একে চান?

সাগ। (সভয়ে স্বগত) আমার অদৃষ্টে রাজা কি বলেন। যদি চাইনে বলেন্ এখুনিই প্রাণত্যাগ করব্যো।

রাজা। কি বল্‌ল্যে ভাই, চাইনে? এমনো কথা! এমন রূপ কি মনুষ্যলোকে আছে? এমন সৌন্দর্য্য তো আমি কোথাও দেখি নাই, এর রূপে আমার মন নয়ন একেবারেই নিমগ্ন হয়েছে।

সুসং। সখি! তোমার কি কপাল!

সাগ। (ঈর্ষ্যা পূর্ব্বক) কপাল আবার কি?

সুসং। তাও কি আবার পরিচয় দেব? তা যা হউক, এখন যাওনা, ঐ যে, যার জন্যে এসেছ।

সাগ। (ঈষৎকোপে) আমি কার জন্যে এসেছি?

সুসং। (হাস্য করিয়া) বলি তা নয়, ঐ চিত্রপটের জন্যে এসেছ, তাই বল্‌চ্যি।

সাগ। সখি! আমি তোমার ব্যঙ্গের কথা বুঝ্‌তে পারিনে, আমি এখান থেকে চল্যোম। (গমনে উদ্যত।)

সুসং। না না, যেয়ো না যেয়ো না, আমিই গে চিত্রপটখানা আনি, তুমি এই খানে এটু দাঁড়াও।

সাগ। আচ্ছা তা আমি দাঁড়াচ্চি।

[কদলীগৃহে সুসঙ্গতার প্রবেশ।]

রাজা। (সুসঙ্গতাকে দেখিয়া ভয়ে শীঘ্র চিত্রপট আচ্ছাদন পূর্ব্বক) এস এস সুসঙ্গতা!—তবে, তবে, আমি এখানে আছি মহিষী কি জান্‌তে পেরেছেন?

সুসং। হাঁ মহারাজ! তিনি জেনেছেন, আবার আমিও ঐ চিত্রপটের কথাটা বলি গে।

বিদূ। (জনান্তিকে) মহারাজ! ও মাগি ভারি দুষ্ট, ও না পারে এমন কর্ম্মই নেই, আপনি ওকে কিছু দিয়ে—

রাজা। (সভয়ে সুসঙ্গতার হস্ত ধরিয়া) সখি! তুমি এ কথা মহিষীকে বোলো টলো না আমার দিব্য।

সুসং। (সহাস্য মুখে) না মহারাজ! দিব্যি দিবেন না, আমি পরিহাস করলেম, একি বল্‌বার কথা।

রাজা। (সহাস্য মুখে) তাইতো বলি, এ কর্ম্ম কি তোমার যোগ্য, এই আংটিটী পরো। (হস্তের অঙ্গুরীয়ক প্রদান।)

সুসং। (গ্রহণ না করিয়া সহাস্য মুখে) মহারাজ! আমাকে কিছু দিতে হবে না, আমার সখী সাগরিকা আমার উপর বড় রাগ করেছেন; কথা কন না, আমি এত সাধ্যি সাধনা কল্যেম,

কিছুতেই হলো না; তা আপনি বরং তাকে এটু বলে কয়ে দিন, তা হলেই আমার পারিতোষিক পাওয়া হল্যো।

রাজা। (সোৎসুকে) কি বল্যে? সাগরিকা কি তোমার সখী! কৈ? তোমার সখী কোথায়?

সুসং। ঐ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আমি এত ডাক্‌লেম, বলি ঘরের ভিতর আয়, তা কোন মতেই এলো না।

রাজা। (সত্বরে আসিয়া, দেখিয়া স্বগত) এই সেই সাগরিকা! আহা! মরি মরি! এমন রূপ! (প্রকাশে) সুসঙ্গতা তোমার কি অদৃষ্ট! তুমি এমন সখী কোথা পেলে? আহা! রূপ দেখে আমার নয়ন জুড়াল। বোধ হয় বিধাতা একে নির্ম্মাণ কোরে আপনিই মুগ্ধ হয়ে থাক্‌বেন।

সাগ। (রাজাকে দেখিয়া ত্রাস, অভিলাষ, ও অঙ্গবিলাস প্রকাশ পূর্ব্বক স্বগত) এই না সেই আমার চিত্তচোর! (সতৃষ্ণ দৃষ্টি দিয়া অধোমুখে অবস্থিতি।)

সুসং। (সহাস্য মুখে) মহারাজ! এঁর রূপও যেমন, গুণও তেমনি।

রাজা। হঁা তা তো প্রত্যক্ষেই দেখ্‌ছি, একবার কটাক্ষ কোরেই আমার মন হরণ করলেন, গুণ না থাকলে কি পারতেন?

সাগ। (সুসঙ্গতার প্রতি ঈর্ষ্যা পূর্ব্বক) এই বুঝি তোমার চিত্রপট আন্‌তে যাওয়া? আমি এখান থেকে চল্‌ল্যেম।

(গমনোদ্যোগ।)

রাজা। কেন কেন? এত রাগ কেন?

সুসং। (সহাস্য মুখে) রাগ কেন ঐ চিত্রপটে উনি মহারাজকে লিখে দেখছিলেন, তা আমি অভাগী মরতে উঁরির এক ধারে উঁরির ছবি লিখে দিছি, তাই রাগ।

রাজা। এই রাগ! (স্বগত) এ ত রাগ নয়? এ যে অনুরাগ! (প্রকাশে) সুন্দরি! আমার কথা রাখ, এমন কোরে যেয়ো না, দ্রুত গমন কর্‌লে তোমার কোমল চরণে বেদনা হবে।

সুসং। মহারাজ! উনি বড় অভিমানিনী. হাতে না ধরলে হবে না।

রাজা। (স্বগত) আমিও ত তাই চাই। (প্রকাশে) অবশ্য, তোমার অনুরোধে পায়ে ধর্‌ত্যে পারি, হাতে ধরা কি একটা বড় কথা? (সাগরিকার হস্ত ধারণ।)

সুসং। সখি! আর কেন! রাজা পর্য্যন্ত তোর হাতে ধরলেন, তবু কি রাগ পড়ে না?

সাগ। তোমার মরণ নাই?

রাজা। না না সুন্দরি! সখীকে এমন রূঢ় কথা বলতে নাই, যা বলতে হয় বরং আমাকেই বল, তোমার রুক্ষ কথা আর মিষ্ট কথা, আমাকে যা বল্‌বে আমি তাতেই তুষ্ট হবো, জল শীতলই হউক, বা উষ্ণই হউক, অগ্নিকে নির্ব্বাণ অনায়াসেই কর্‌তে পারে।

বিদু। তাই ত। এঁর রাগ ত সামান্য নয়। ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের মত যে রেগেই আছেন।

সুসং। সখি! আর কেন? ক্ষান্ত হ। এতই কি কত্যে হয় না?

সাগ। তুই যা, আমি তোর সঙ্গে আর কথা কব না।

বিদূ। ও বাবা! এ যে দ্বিতীয় বাসবদত্তা।

রাজা। (ভয়ে সাগরিকার হস্ত ত্যাগ করিয়া) অ্যাঁ। অ্যাঁ। কৈ? মহিষী কোথায়?

(সাগরিকা ও সুসঙ্গতার পলায়ন।)

কৈ? বসন্তক! মহিষী বাসবদত্তা কোথা?

বিদূ। আপনি স্বপ্ন দেখ্‌লেন নাকি? বাসবদত্তা আবার কোথা? ওঁর বড় রাগ তাই বল্‌ল্যেম, এ যে দ্বিতীয় বাসবদত্তা। রাজমহিষী ত আসেন নাই।

রাজা। দূর মূর্খ। এমন সময় এমন কথাও বলে; (সবিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস) আহা! সে অপরূপ রূপ কি আর নয়নে দেখ্‌তে পাব? (অধোবদনে চিন্তা।)

[বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ।]

বাস। কৈ লো কাঞ্চনমালা, মহারাজের সে নবমালিকা কৈ? আর কত দূর যাব?

কাঞ্চ। আর অধিক দূর নাই। ঐ কদলীগৃহ, উহির এট্টু পরেই নবমালিকা আছে, তা এট্টু চলে আসুন্।

(উভয়েরআগমন।)

রাজা। (সবিষাদে) হায়! প্রিয়াকে আর দেখতে পেলেম না।

কাঞ্চন। (শুনিয়া) রাজমহিষি! রাজা এই কদলীগৃহে আপনার নিমিত্ত অপেক্ষায় রয়েছেন। আপনি শীঘ্র আসুন্।

বাস। চল যাই। (গৃহমধ্যে উভয়ের আগমন) (রাজা মহিষীকে দেখিয়া বিদূষককে চিত্রপট গোপন করিতে ইঙ্গিত করিলে বিদূষক সত্বর চিত্রপট কক্ষে রক্ষা করিল।)

রাজা। (সসম্ভ্রমে) এস, এস প্রিয়ে! আমি এতক্ষণ তোমারি আগমন প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ কোরে আছি।

বাস। (সহাস্যমুখে) এই যে নাথ! আমি এলেম্। তা নবমালিকার কি সত্যি সত্যিই ফুল্ ফুটেচে?

রাজা। (ঈষৎ হাসিয়া) সে কথায় কায কি? সত্য কি মিথ্যা এস, দেখ এসে।

বিদূ (সহাস্যমুখে) বলি রাজমহিষি! মহারাজের কেবল নবমালিকারই ফুল ফুটেচে এমন নয়, আরো কত রকম ফুল ফুট্‌চ্যে।

রাজা। (সভ্রূভঙ্গে জনান্তিকে) কি ও? তুমি তো মন্দ নও! চুপ্।

বাস। কি ভাই, বসন্তক! বলতো শুনি; মহারাজের আবার কি রকম ফুল ফুট্‌চে?

বিদ। (ভয়ে মস্তক কণ্ডুয়ন করিয়া) না, না, তা না, বলি আর কিছু নয়, এই গেঁদা গোলাব পলাশ এই সকল ফুল।

রাজা। প্রিয়ে! দেখ্‌তে যাবে কি?

বাস। না, আর যাবার আবশ্যক নাই, আপনার মুখ দেখিই বোঝা গেল, ফুল ফুটে থাক্‌বে।

বিদূ। (আহ্লাদে) আপনি বলেছিলেন অসময়ে ফুল হবে না; তা তো হয়েছে, তবে এখন আমাদেরি জিত! (উঠিয়া হস্ত

উত্তোলন পূর্ব্বক স্তুত্যারম্ভ। কক্ষ হইতে চিত্রপট পতন।—কাঞ্চন-মালা তাহা লইয়া বাসবদত্তাকে প্রদান করিল।)

বাস। (চিত্রপট দেখিয়া স্বগত) এ যে দেখি রাজার ছবি। (পার্শ্বে দেখিয়া সবিষাদে) এ আবার কে? সাগরিকা না? (সভয়ে ও সবিষাদে) অঁ্যা! কি হলো! কি সর্ব্বনাশ! যাতে আমার সর্ব্বদা আশঙ্কা, তাই ঘট্‌লো! আমি এতকোরেও একে লুকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লেম না। রাজা একে আবার কেমন কোরে দেখ্‌তে পেলেন্? দেখে আবার অনুরাগে এর ছবিও লিখেছেন। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (প্রকাশে) মহারাজ! এ তো আপনি, এ আবার কে?

রাজা। (ত্রস্ত হইয়া) না না, ও কেউ নয়। অমনি বলি একটা লিখি দেখি, তাই লিখিছি, তুমি অন্য কিছু মনে কোরো না (বাসবদত্তা চিন্তিতভাবে অধোমুখে অবস্থিতি)।

বিদু। (অপ্রস্তুতভাবে) রাজমহিষি! সত্যি, আমি পইতে ছুঁয়ে বল্‌তে পারি, এ কারু প্রতিমূর্ত্তি নয়।

কাঞ্চ। ঘুণাক্ষরে অমন হলেওতো হতে পারে। তা রাজমহিষি এতে রাগ কর্‌বেন না।

বাস। (অধোমুখে) তা নয়, আমার মাতা ধরেছে, আমি এখন যাই।

রাজা। (সানুনয়ে) প্রিয়ে! আমি কি বোল্‌বো! "আমার প্রতি প্রসন্ন হও" এ কথা বলা বাহুল্য।—তুমি ত রাগ কোরে অপ্রসন্ন হও নাই। "আমি এমন কর্ম্ম আর কোর্‌বো না" এ কথাই

বা বলি কেমন কোরে? আমি ত কিছুই করি নাই। "আমার কোন দোষ নাই" এ কথাই বা বোল্‌বো কি করে? তুমিতো আমায় দোষী কচ্যো না? তবে আমি আর কি বোল্‌বো বলো?

বাস। তা নয়, আমার সত্যি সত্যিই ব্যামো হয়েছে, আমি এখন চল্‌ল্যেম।

[কাঞ্চনমালা ও বাসবদত্তার প্রস্থান।]

রাজা। বসন্তক! তুমি কি কুকর্ম্মই কর্‌লে ভাই। চিত্রপট খানা প্রকাশ কোরে ফেল্যে!।

বিদূ। ফেল্‌ল্যেমই তা কি? তা উনি ত বুঝ্‌তে পারেন্‌ নাই।

রাজা। না, উনি বুঝ্‌তে পারেন নাই; তুমিই বড় বুদ্ধিমান।

বিদূ। বুঝে থাকেন বুঝিইছেন, তার এত্ত। ভয় কি?

রাজা। দূর মূর্খ! অমন কোরে বলিস্‌ নে, উনি সামান্য নন, প্রদ্যোতরাজার কন্যা, বড় অভিমানিনী, স্বচক্ষে পট দেখে গেলেন কি করেন তা বলা যায় না। তবে বরঞ্চ চল আমরাও একবার যাই অন্তঃপুরে গে মহিষীকে সান্ত্বনা কোরে আসি।

(সকলের প্রস্থান।)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক।

—⊳|⊲—

প্রথম প্রকরণ।

(উদ্যানে রাজার প্রবেশ।)

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত) উঃ! এখনকার দিনও যেমন, রাত্রিও তেমনি। রাত্রি প্রভাত হয়েছে কখন, তা স্মরণ হয় না। (চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ! এ যে দুঃখের দিন, তাই বড় বোধ হচ্যে। সে দিন শারিকার সেই সকল কথা শুন্‌লেম চিত্রপট দেখ্‌লেম, প্রিয়া সাগরিকাকেও পেলেম; আহা! এই সকল ব্যাপারে সে দিন কি আমোদেই ছিলেম, তা বলা যায় না। আমোদে সে দিনটে যে কোথা দে গেল, তা জান্‌তেও পার্‌লেম না। কিন্তু আজ্‌কেকার বেলা কাটান যে ভার হলো।—(পুনর্দ্দীর্ঘ নিশ্বাস) অন্তঃকরণ টা এমন ব্যাকুল হলো কেন? কিছুতেই স্থির হচ্যে না যে। হে দগ্ধ হৃদয়! তখন পেয়ে উপেক্ষা কর্‌লে, এখন আর কি কর্‌বে, সহ্য কর, আর তো উপায় নাই। ভাল মন! তুমি স্বভাবত চঞ্চল, তবে কেমন কোরে মদন বাণের লক্ষ্য হলে, আমি তাই ভাবি। আর শুনতে পাই মদনের নাকি পাঁচটি বৈ বাণ নাই, কিন্তু বিরহি লোক ত অসংখ্য, তা মদন! তুমি সকলকে কিরূপে

একেবারে বিদ্ধ কর, বল্‌তে পার? (চিন্তা করিয়া) আমার ক্লেশ হোক্ তায় দুঃখ নাই, না জানি প্রিয়া সাগরিকার কত কষ্টই হচ্যে তায় আবার মহিষী জান্‌তে পেরেছেন, কত যন্ত্রণাই বা দিচ্যেন, বলা যায় না। আহা! দুঃখিনী সাগরিকা! তোমার অদৃষ্টে এই ছিল! এখন সকলে জান্‌তে পেরেছে, সকলেরি নিকটে তোমাকে লজ্জিত হয়ে থাক্‌তে হয়েছে। অধিক কি, দুজনকে পরস্পর কোন কথা বার্ত্তা কইতে দেখ্‌লে আপনারি কথা ভেবে সঙ্কুচিত হোচ্য। আহা প্রিয়ে! আমা হতেই তোমার এত যাতনা হলো।—(পুন-দীর্ঘ নিশ্বাস) বসন্তক কেন এখনো ফিরে এলো না? তাকে প্রিয়া সাগরিকার সম্বাদ জান্‌তে পাঠিয়ে ছিলেম, সে কখন আসবে?

[বিদূষকের প্রবেশ।]

বিদূ। (আহ্লাদে) রাজার আজ্ এ সংবাদ শুনে যত আহ্লাদ হবে, বোধ হয় কোশম্বীরাজ্য লাভেও তত হবে না। তবে এই সময় বলি গে। (রাজ সমীপে আগমন।)

রাজা। (দেখিয়া) এস ভাই! তবে সংবাদ কি বল দেখি? সাগরিকাকে কি আমি আর দেখ্‌তে পাব? এমন দিন কি হবে?

বিদূ। (সগর্ব্বে) হুঃ! সাগরিকাকে আন্‌বার যে মন্ত্রণা কোরে এসেছি, তার আর কি বল্‌বো, এই যে দেখছেন শর্ম্মা, ইনি বুদ্ধির বৃহস্পতি, এমন কর্ম্ম নাই যে শর্ম্মা মনে কর্‌লে না পারেন।

রাজা। হাঁ সে সত্য বটে, এখন বল দেখি শুনি কি মন্ত্রণা কোরে এলে। মহিষী তো টের পাবেন না?

বিদূ। মহিষী ত মহিষী! যে মন্ত্রণা হয়েছে, আপনিও টের পান কি না সন্দেহ।

রাজা। (সহাস্য মুখে) আমিও টের পাব না?

বিদূ। না, না, বলি কথার কথা বল্‌চি।

রাজা। তা বল না ভাই শোনা যাক?

বিদূ। শুনুন্ তবে। আমি গে সুসঙ্গতাকে বিস্তর মাথার দিব্যি দে সেই সকল কথা বল্‌লেম, তা সে প্রথমে কোনমতেই স্বীকার করে নাই; তার পর আমার বড় আকিঞ্চনে বল্‌ল্যে "এর এক উপায় আছে। রাজমহিষী আমাকে সে দিন তাঁর একটা পরিচ্ছদ দিয়াছেন, তা আমার কাছে আছে, তাই পরিয়ে সন্ধ্যের পর সাগরিকাকে মাধবীলতা-গৃহে নে গেলেও নে যেতে পারি; কিন্তু আমাকেও কাঞ্চনমালার বেশ কোরে যেতে হবে; তা হলে আর কেউ জান্‌তে পার্‌বে না। তবে রাজাকে সেথায় যেতে বোলো। মহারাজ, বল্‌বো আর কি! সুসঙ্গতা এই কথা বল্‌ল্যে যেন গগনের চাঁদ হাত বাড়িয়ে পেলেম, বড় আহ্লাদ টা হোলো! শেষে সেই মন্ত্রণাই স্থির কোরে এলেম।

রাজা। (সপরিতোষে) হাঁ ভাই! বেশ মন্ত্রণা হয়েছে। এমন হলে মহিষীও জান্‌তে পার্‌বেন না, আর কেউও জান্তে পার্‌বে না। ভাল হয়েছে, তবে ভাই তোমার বড় পরিশ্রম হয়েছে, এই কিঞ্চিৎ পারিতোষিক। (অঙ্গুরীয় প্রদান)।

বিদূ। (অঙ্গুরীয় পরিধান করিয়া আহ্লাদে) তবে আমি এখন যাই একবার ব্রাহ্মণীকে দৌড়ে দেখিয়ে আসি গে। (গমনে উদ্যত।)

রাজা। (বিরক্ত হইয়া) আঃ এর পর ব্রাহ্মণীকে দেখিও হে, ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী কোরে একেবারে গেলে যে!

বিদু। (সহাস্যমুখে) আজ্ঞে, আপনার বড় কসুর্।

রাজা। না হে ভাই! বলি এখন গৃহে গে কায নাই, সেখানে যেতে হবে, বেলা আর নাই।

বিদু। হাঁ আমার বেলাই বেলা থাকে না, আপনার বেলা থাকে।

রাজা। আমি তা বল্‌ছি নে, বলি সন্ধ্যা হলো।

বিদু। (পরিহাস পূর্ব্বক) ডেড় পর বেলা থাক্‌তেই কি সন্ধ্যা হবে? আজ আপনার তাড়া তাড়ি বোলে বেলা বেলিই সূর্য্য অস্ত যাবেন না কি?

রাজা। কেন? তাড়া তাড়িই কেন? ঐ দেখ না ভাই, আর কি রৌদ্র আছে? এখন দিবস নিজ তাপ সমূহ বিরহিজনের মানসে সমর্পণ কোরেই বুঝি আপনি সুশীতল হয়েছে।

বিদু। (দেখিয়া) সত্যি ত বটে! সন্ধ্যেই যে হলো দেখি! মহারাজ! তবে এখন মাধবীলতা গৃহে যাবেন কি?

রাজা। (উঠিয়া) হাঁ ভাই! চল এই সময় গে বোসে থাকি। (উভয়ের গমন।)

বিদু। আবার দাঁড়ালেন কেন? আসুন্ না।

রাজা। ওহে! কর্ম্মটা ভাল হলো না, সন্ধ্যা আহ্নিকটে কোরে এলে হতো।

বিদু। আজ্‌কের সন্ধ্যে মাথার উপর থাকুক, আজ্ আবার সন্ধ্যে?

রাজা। এমন কথা বল ভাই!

বিদু। তা মন্দ কি বল্‌ল্যেম? আজ কি আপনি সন্ধ্যা কর্‌তে পার্‌বেন? সন্ধ্যের স কোথা গেছে তার ঠিক আছে?

রাজা। না হে ভাই! বোঝো না, সন্ধ্যা না করলে যে প্রত্যবায় আছে।

বিদু। ঈঃ! আজ্‌ যে আপনার বড় নিষ্ঠে! তা না হয় আমার উপরেই আজ্‌কেকার সকল ভার দিন, তা হলে হবে না?

রাজা। (পরিহাস পূর্ব্বক) সকল ভার দিলেই ত তুমি যো পাও, তা পারি কৈ?

বিদু। (হাস্য করিয়া) না না, তা নয়, এখন আপনি আসুন, বড় অন্ধকার হয়ে এলো।

রাজা। (কিঞ্চিৎ গিয়া) তাইত, কিছুই যে দেখা যায় না, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিশ্ব সংসার খলের অন্তঃকরণের ন্যায় একেবারেই অগম্য হয়ে উঠ্‌লো। এখন আমাদের নয়ন অসজ্জনের উপাসনার ন্যায় বিফল হয়ে পড়্‌লো। তবে কি হবে? কেমন কোরে যাব? (চিন্তা করিয়া) সাগরিকার আশাকেই আলোক বোধ করে যাওয়া যাউক।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় প্রকরণ

উদ্যান মধ্যে মাধবীলতাগৃহ নিকটে অশোক বৃক্ষ।

[রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।]

বিদূ। এই ত মাধবীলতা-গৃহ, তবে আপনি এখানে বসুন, আমি এগিয়ে দেখি সাগরিকা আস্‌চে কি না।

রাজা। হঁা ভাই! সেই ভাল আমি এখানে বসি, তবে তুমি যাও।

[গৃহমধ্যে উপবেশন ও বিদূষকের প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) আজ্ প্রিয়া সাগরিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, এ আহ্লাদ শরীরে রাখ্‌বার স্থান নাই। কিন্তু আবার মধ্যে মধ্যে ভয়ও হচ্যে, যদি মহিষী কোনো রূপে এ কথা শুনে থাকেন, তবে ইত প্রমাদ! (দীর্ঘ নিশ্বাস) এওতো মন্দ নয়! কামিদিগের চিত্তবৃত্তি তুলাদণ্ডের ন্যায় কি লঘু, অল্পে উন্নত হয়, আবার অল্পেই অধোগত হয়ে পড়ে। কি আশ্চর্য্য?

[কিঞ্চিদ্দূরে বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ।]

বাস। (সবিস্ময়ে) হঁালো কাঞ্চনমালা! সত্যি সত্যিই কি বসন্তকের সঙ্গে সুসঙ্গতার মন্ত্রণা হয়েছে? সুসঙ্গতা আমার বেশ পরিয়ে সাগরিকাকে রাজার কাছে নে যাবে?

কাঞ্চ। আমি আপনাকে কি মিথ্যা কথা বল্‌তে পারি?

বাস। বলিস্ কি? সুসঙ্গতার কি এত বড় বুকের পাটা? ও মা! এ যে ডাকাতে মেয়ে! অঁা! আমি ভেবে ছিলেম সুসঙ্গতা ভাল মানুষ!

কাঞ্চ। হুঁ! আপনি কি মানুষ চেনেন? ঐ যে কথায় বলে "মিটমিটে ডাইন ছেলে খাবার রাক্ষস"। সুসঙ্গতা কি সামান্যি মেয়ে! আপনি জান্‌বেন কি? সুসঙ্গতা সাত মুহুরির কাণ কাট্‌তে পারে।

বাস। তবে চল দেখি যাই; দেখি গে কাণ্ডটাই কি?

(উভয়ের আগমন।

[বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ।]

বিদূ। (কাঞ্চনমালাকে দেখিয়া সুসঙ্গতা বোধে) এই যে সুসঙ্গতা! ও সুসঙ্গতা! এসেছ? তা তুমি একলা এলে কি হবে? সাগরিকা কৈ?

কাঞ্চ। হুঁ! (অঙ্গুলি দ্বারা রাজমহিষীকে দর্শান।)

বিদূ। (রাজমহিষীকে দেখিয়া সাগরিকা ভ্রমে আহ্লাদে।) হাঁ! এই যে সাগরিকা! কি আশ্চর্য্য! একে সাগরিকা বোল্লে কে চিন্‌তে পারে! ঠিক যেন বাসবদত্তা! বাঃ! বাঃ! সুসঙ্গতা! তুমি এমন আশ্চর্য্য বেশ পরিয়ে সাগরিকারে এনেচ? ভাল! ভাল! রাজার কাছে খুব পারিতোষিক পাবে তার সন্দেহ নাই। তখন মন্ত্রণার কথা শুনেই রাজা আমাকে আঙটী পরিয়েছেন,

আর তুমি কি কিছু পাবে না? তবে আমি কি আগে গে মহারাজকে সংবাদ দেবো? তিনি সাগরিকা সাগরিকা কোরে একেবারে খুন্ হলেন!

কাঞ্চ। হুঁ! (শিরশ্চালনা। বিদূষকের কিঞ্চিৎ আগমন।)

বাস। (জনান্তিকে) অলো কাঞ্চনমালা! সত্যিই ত বটে।

কাঞ্চ। কেন আপনি যে প্রত্যয় করেন না? দেখ্লেন ত? আরো এখন দেখ্তে পাবেন, আগে রাজার কাছে আসুন, কত রঙ্গই দেখ্বেন এখন।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমার এতই ব্যাকুলতা একেবারে হয়ে উঠ্ল কেন? বোধ হয় প্রিয়া বুঝি আস্‌ছেন। বৃষ্টি হয় হয় এমন সময় বড়ই গ্রীষ্ম হয়ে থাকে।

বিদূ। (নিকটে আসিয়া) মহারাজ! এই আপনার সাগরিকাকে আন্‌লেম, এখন কি দিবেন দিন!

রাজা। (পরমাহ্লাদে) ভাই! আমার এ শরীর তুমি বিনিমূলে কিনে নিলে; আর কি দেবো? প্রিয়া সাগরিকাকে এনে আমার প্রাণ রক্ষা কর্‌লে; এ শরীর তোমার; তোমাকে এর উপযুক্ত পারিতোষিক দিই ত্রিভুবনে এমন কি সামগ্রী আছে? তা কৈ? প্রিয়া সাগরিকা কৈ? (মাধবীলতা গৃহের বাহির হইয়া দেখিয়া) এস এস প্রিয়ে! আজ্ আমার কি শুভ দিন। আহা! প্রিয়ে! তোমার বদন সুধাকর, অপূর্ব্ব করকমল, ইন্দীবর তুল্য নয়ন যুগল; আহা! এ সকল দেখে আমার নয়ন জুড়াল।

বিদূ। (হাস্য করিয়া) মহারাজ! এ যে অন্ধকার হয়েছে

কিছুই ত দেখা যায় না; তা আপনি কি আন্দাজেই বলচ্যেন নাকি?

রাজা। না ভাই! যাকে সতত মনে দেখ্‌চি, তার রূপ কি আর নয়নে দেখবার অপেক্ষা আছে? যা হোক্ আমি আজ প্রিয়ার সমাগমে কৃতার্থ হলেম। (এক-দৃষ্টে অবলোকন।)

বাস। (জনান্তিকে) অলো সখি! বলি এ কি লো! রাজা সর্ব্বদা আমাকে বল্‌তেন "মহিষি আমি তোমারি, তোমা ভিন্ন জানি নে,, এখন এমন কথা বোলচ্যেন, এর পর আমার কাছে মুখ দেখাবেন কেমন কোরে? আমি তাই ভাব্‌চি।

কাঞ্চ। রাজমহিষি! এও কি আপনি জানেন না? দুঃশীল পুরুষ জাতি কি না করত্যে পারে? ও জেতের অকার্য্য কিছুই নাই।

বিদু। সাগরিকা! বলি এত কাণ্ড কোরে তোমাকে নে এলেম, তা এসেছ মহারাজের সঙ্গে দুটো কথা কও; বাসবদত্তা তো সারাদিন রেগেই রয়েছেন; তাঁর কর্কশ বাক্যে এঁর কর্ণকুহর একেবারে জ্বলে পুড়ে রয়েছে; তোমার সুমিষ্ট কথা দুটো একবার শুনুন্।

বাস। (জনান্তিকে) হাঁ সখি! আমি কি রাজাকে এমন নিষ্ঠুর কথাই বলে থাকি?

কাঞ্চ। (জনান্তিকে) ওর কথা আপনি শোনেন কেনো। ও পোড়ারমুখো হতভাগা, এর পর টের পাবে, কিন্তু যেন এ কথা গুলো আপনার মনে থাকে।

বিদূ। মহারাজ! আপ্‌নি একেবারে অবাক হয়ে চেয়ে রৈলেন্ যে? নিশ্বাস ফেল্‌তেও ভুলে গেলেন না কি?

(এমন সময়ে চন্দ্রোদয় হইল।)

রাজা। হাঁ ভাই! সত্য কথা! যে সামগ্রী আজ্ পেলেম; দেখ দেখি কেমন রূপের ছটা! পুর্ব্বদিকটে একেবারে আলো হয়েছে।

বিদূ। ও যে চন্দ্রোদয় হচ্যে, তাতেই আলো হয়েছে।

রাজা। আর চন্দ্রে প্রয়োজন কি ভাই! প্রিয়া সাগরিকার নির্ম্মল বদনচন্দ্র উদয় হয়েছে, বিচ্ছেদ রূপ অন্ধকার দূরে গেল, আহ্লাদময় কুমুদ প্রফুল্ল হোলো, এখন এই চন্দ্রের বাক্যসুধা লোভেই আমার চিত্তচকোর চঞ্চল হয়েছে। প্রিয়ে! একবার কথা কও।

বাস। (অসহ্য হইয়া অবগুণ্ঠন উদ্ঘাটন পুর্ব্বক) নাথ! সত্যি আমি সাগরিকাই বটে! তুমি এখন ব্রহ্মাণ্ডশুদ্ধই সাগরিকাময় দেখ্‌বে।

রাজা। (দেখিয়া সবিষাদে স্বগত) একি! ইনি যে বাসবদত্তা, সাগরিকা ত নন! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (বিদূষকের প্রতি জনান্তিকে) বসন্তক! এ কি কর্‌ল্যে? এখন কি হবে?

বিদূ। (জনান্তিকে) আর কি হবে মহারাজ! আমারই কপাল ভাঙ্‌লো। আমি দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে; আমি যে কর্ম্ম করেছি, যে সব কথা বলেছি, আমাকে কি করেন্ বলা যায় না।

রাজা। (অঞ্জলি করিয়া সানুনয়ে) প্রিয়ে বাসবদত্তে! ক্ষমা কর। আমার অপরাধ হয়েছে।

বাস। সে কি নাথ!—সেকি! সে কি! আমিই এমন সময় এসে অপরাধিনী হয়েছি। আমি আবার কি ক্ষমা কর্‌বো?

বিদূ। (সানুনয়ে) রাজমহিষি! আমাদের ত আর মুখ নাই, তবু একটা কথা বলি, রাজা আর কখন কোন অপরাধ করেন নাই; তা আপ্‌নি অনুগ্রহ কোরে এঁর এই একটা অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনি বড় লোক, আপনার গুণও বিস্তর, আর আমি অধিক কি বল্‌বো।

বাস। ভাই বসন্তক! কি বললো? আমার আবার গুণ আছে? আমার কর্কশ বাক্যে মহারাজের কর্ণকুহর একেবারে জ্বলে পুড়ে রয়েছে। তা সে কর্কশ বাক্য আর শুনে কায নাই, আমি এখান থেকে যাই; সেই ভাল।

রাজা। (সানুনয়ে) প্রিয়ে বাসবদত্তে! এবার ক্ষমা কর্‌তে হবে। (চরণ সমীপে পতন।)

বাস। ওঠ, ওঠ, নাথ!—সে কি? সে অতি নির্লজ্জ মেয়ে, যে তোমার মন জেনে আবার তোমার উপর রাগ করে। তা তুমি এখানে আহ্লাদ আমোদ কর, আমি চল্‌লেম। কাঞ্চনমালা, আয়লো। আয় আমরা যাই।

[বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালার প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) আঃ রাম বল! আপদ গেল! মাগী যেন

অকালের বাদ্‌লা, ক্ষণকালের জন্যে এসে সকলকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত কোরে গেল।

রাজা। মহিষি! ক্ষমা কর! ক্ষমা কর!

বিদূ। (সহাস্যমুখে) মহারাজ! ও কি হচ্চে? রাজমহিষী ত এখানে নাই; তিনি যে গেছেন; তবে আপনি আর অরণ্যে রোদন কেন করেন?

রাজা। কি গেছেন? (উঠিয়া) আঃ! দয়া করে গেলেন না?

বিদূ। (সহাস্যমুখে) দয়া আর না কোরে গেলেন কেমন কোরে? মারেন নাই এই যথেষ্ট।

রাজা। (মাধবীলতা-গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে বিরক্ত ভাবে।) দূর মূর্খ! উপহাস করিস্! বিবেচনা কোরে দেখ্ দেখি কি কুকর্ম্ম হয়েছে? ওঁরিরি সম্মুখে এই সকল ব্যাপার! উনি বড় অভিমানিনী! কি জানি পাছে অভিমানে প্রাণই বা ত্যাগ করেন। তুই তার কি জান্‌বি বল! অত্যন্ত প্রণয়ে বিচ্ছেদ হওয়া বড় অসহ্য, যার হয়েছে সেই জানে।

বিদূ। কেন? আমাদের কি হয় নেই? না আমরা জানিনে? ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সর্ব্বদাই ত হয়ে থাকে। তা একবার পায় ধর্‌লে, আহা! ব্রাহ্মণীর মুখে হাসিটুক্ খানি যেন লেগেই আছে। তা যা হউক, আমি আর একটা ভাব্‌ছি, সাগরিকা বাঁচে কি না।

রাজা। হাঁ ভাই! সেই ভাবনাই ভাবনা?

(উভয়ের উপবেশন।)

[বাসবদত্তা বেশে সাগরিকার প্রবেশ।]

সাগ। (স্বগত) আমি তো বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছি, কেউ দেখ্‌তো পায় নাই; তা এখন যাই কোথা!—সে কথা সব রাজমহিষী টের পেয়েছেন, সকল সখীরে কণাকাণি কর চ্যে কাকেও আর আমি মুখ দেখাতে পাচ্চিনে।—(দীর্ঘনিশ্বাস) বরং প্রাণত্যাগ করবো, তবু তো লজ্জাত্যাগ করতে পার্‌বো না!—(চিন্তা করিয়া সরোদনে) প্রাণত্যাগ করল্যেই বা প্রাণ আমাকে ত্যাগ করে কৈ? যখন সমুদ্রে নৌকা ডুবে ছিল, তখন আমার মরণ হলো না। যদি সেই সময় মর্‌তেম, তা হলে আর কোন যাতনাই থাক্‌ত্য না! তা বিধাতা আমাকে সে সমুদ্র থেকে রক্ষা কোরে, এখন এই অকূল দুঃখসমুদ্রে ফেলে দিলেন!

(অধোবদনে রোদন।)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

ছি ছি কি লাঞ্ছনা।

না পূরিতে সাধ, বিষম প্রমাদ,
হরিষে বিষাদ, হইল ঘটনা॥
থাকিতে স্ববশে, পরপ্রেম রসে,
মজে নিজ দোষে, দুখী হলেম শেষে;
পোড়া লোকে হাসে, অপযশ ভাষে,
হলো একি বিড়ম্বনা।

গেল কুল মান, হলো অপমান,
এখন এদেহে কেন আছে প্রাণ ;
পর যে আপন, হয় কি কখন,
বৃথা সে প্রেম বাসনা,
তেজি গুরুজন, আর পরিজন,
কেন অকারণ সহিব গঞ্জন ;
বরঞ্চ জীবন, দিব বিসর্জ্জন,
লাজ ভয় তেজিব না ॥

বিদূ। তা মহারাজ! এখন চুপ কোরে থাকলে কি হবে? উপায় দেখুন্।

রাজা। হাঁ ভাই, তাই ভাব্‌চি?

সাগ। (সদীর্ঘ নিশ্বাসে সরোদনে স্বগত) হা পিতা মাতা! তোমরা আমাকে এত ভাল বাসতে, তা এখন আমাকে কোথায় বিসর্জ্জন দে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছ? একবার তত্ত্বও করলো না? আমাকে কি তোমরা একেবারে পরিত্যাগ করেছ? হায় অমাত্য বসুভূতি! তুমি কত স্নেহ কোরে আমাকে সঙ্গে কোরে আন্‌ছিলে! আমার অদৃষ্টে তুমিও গেলে? সঙ্গিগণও সকল গেল? হা পোড়া অদৃষ্ট! আমার আর কেউ নাই! চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখ্‌ছি! হে পৃথিবি! শুনিছি তুমি নাকি জগতের মা, তা মা! আমাবে তুমিই একটু স্থান দেও! আমি আর দুঃখ সহ্য করতে পারি নে আমি রাজার মেয়ে হয়ে পরের দাস্যবৃত্তি কচ্ছিলেম। কচ্ছিলে

কচ্ছিলেম, তা কেন মদনোৎসব দেখ্‌তো গেলেম ? কেন দুর্লভ বস্তুর প্রতি অভিলাষ করলেম ? কেন চিত্রপট লিখ্‌লেম ? কেনই বা সুসঙ্গতার কুমন্ত্রণায় সম্মত হলেম ? তা না হলে ত এত যন্ত্রণা হতো না। সে যা হবার হয়েছে ; তা আর সে সকল ভাব্‌লে কি হবে এখন প্রাণত্যাগ করবারি উপায় দেখি ! (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) হাঁ ! ঐ একটি অশোক গাচ দেখতে পাচ্যি ; তা ঐ গাছেতেই গলায় দড়ি দে মরি গে। (বৃক্ষের নিকটে আগমন)।

রাজা। আর তাই ভেবে চিন্তে কি হবে ? মহিষীকে প্রসন্ন কর্‌তে না পার্‌লে আর উপায় নাই। তা এখন অন্তঃপুরেই যাই।

বিদু। (পদশব্দ শুনিয়া) মহারাজ একটু বিলম্ব করুন ; বোধ হয় কে যেন আস্‌চ্যে।

রাজা। মহিষী বাসবদত্তাই বা আস্‌ছেন। তা এলেও আস্‌তে পারেন। পায়ে পর্য্যন্ত ধরিছি, এতেও কি আর রাগ পড়ে নি ?

বিদু। আমি দেখি, আপনি একটু থাকুন।

[সাগরিকাকে না দেখিয়া প্রস্থান।

সাগ। (স্বগত) এখন গলায় কি দিব ? দড়ি ত আনিনি। (নিকটে একটা লতা দেখিয়া) হাঁ ! বিধাতা দয়া কোরে একটা লতা মিলিয়ে দিলেন। তা এইটেই গলায় দি। (লতা লইয়া সরোদনে) হা বিধাতা ! কেন আমাকে মনুষ্য দেহ দিছিলি ? কনই বা পরাধীন কোরে এত যন্ত্রণা দিলে ? আমি কি অপরাধ

করেছি? আর কোরেই বা থাকুবো? পূর্ব্বজন্মে কত মহাপাতক করেছিলেম, তা না হলে কি এমন হয়? যা হৌক, হে জগদীশ্বর! হে দয়াময়! আমি প্রাণত্যাগ করি; কিন্তু দয়া কোরে এখনও এই কোরো, জন্মান্তরে যেন নারীজন্ম আর না হয়। যদি নারীজন্মই হয়, তবে যেন আর পরাধীন না হতে হয়। আর যদি তাও হয়, তবে যেন আর কোন দুর্ল্লভ বস্তুতে কখন অভিলাষ না জন্মে এই আমার প্রার্থনা। (লতাপাশে গ্রন্থি দিয়া) হা পিতা মাতা! এ সময়ে তোমরা কোথায় রৈলে? আমি তোমাদের এত আদরের মেয়ে, আমার অদৃষ্টে এই হলো!

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

আমি কি ছিলেম হায় কি হলেম।
পর ভেবে ভেবে শেষে প্রাণ হারালেম॥
কি কবো মনেরি ব্যথা, সাধিল বাদ বিধাতা
হারাইয়ে পিতা মাতা, কোথা রহিলেম॥
পর অনুরাগে তনু, অনুদিন হলো তনু।
সাগরে ডুবিয়ে পুন, কেন বাঁচিলেম॥
পরপ্রেমে অনুরাগী, বিয়োগী স্বজনত্যাগী।
অভাগী দুঃখের ভাগী, হয়ে রহিলেম॥

(পরে লতাপাশ কণ্ঠে প্রদান।)

(বিদূষকের পুনঃ প্রবেশ।)

বিদূ। (দেখিয়া) মহারাজ! এ একজন কে জানিনে, গলায় দড়ি দে বুঝি মর্‌তো এসেছে।

রাজা। (সভয়ে) কৈ! কে! কে? দেখ, দেখ মহিষী বাসবদত্তা তো নন?

বিদূ। না, না, তিনি কেন? তিনি তো কখন গলায় দড়ি দে মরেনও নি; গলায় দড়ি দিতে জানেনও না।

রাজা। আঃ! গলায় দড়ি দে মরতো কি আবার শিখ্‌তে হয়? রে পাগল! তুই দেখ ও কে।

বিদূ। (কিঞ্চিৎ আসিয়া দেখিয়া সসম্ভ্রমে উচ্চৈঃস্বরে) শীঘ্র আসুন শীঘ্র আসুন। এ যে রাজমহিষীই গলায় দড়ি দে প্রাণত্যাগ কর্‌চ্যেন।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) কৈ! কৈ! (সত্বর গিয়া সাগরিকার কণ্ঠদেশ হইতে লতাপাশ আকর্ষণ পূর্ব্বক দূরে ত্যাগ করিয়া) প্রিয়ে! এ কি? এ কি? এ ত আপনার মরণ নয়; এ যে আমাকেই বিনাশ করা। প্রিয়ে! তুমি আপন কণ্ঠে লতা দিয়েছ দেখে আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে। ছি! ছি! এমন কর্ম্মও করত্যে হয়?

সাগ। (রাজাকে দেখিয়া স্বগত) এই যে রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হাঁ রে পোড়া মন! এঁরে দেখে আবার তুই বাঁচত্যে ইচ্ছা করছিস আবার বাঁচবার সাধ হলো? বরং এই ত মরণের উত্তম সময়; জীবিতনাথকে সম্মুখে দেখে জীবন ত্যাগ করি। (প্রকাশে) মহা-

রাজ আমি লজ্জায় আর কাকেও মুখ দেখাতে পারি নে। আমার প্রাণত্যাগ করাই কর্ত্তব্য: আপনি আর আমাকে বাধা দেবেন না।

রাজা। (দেখিয়া আহ্লাদে) কে এ! প্রিয়া সাগরিকা যে? প্রিয়ে! এ কি! লতাপাশ কণ্ঠে দিচ্ছিলে? কেন? কেন? এ কি সর্ব্বনাশ! (বিদূষকের প্রতি আহ্লাদে) বসন্তক! এ বাসবদত্তা নয়, এ যে আমার জীবিতেশ্বরী সাগরিকা। ভাই আমার কি অদৃষ্ট! এ যে মেঘ না হইতেই জল।

বিদু। আজ্ঞে হাঁ! মেঘ না হতে জলই বটে, কিন্তু যদি আবার বাসবদত্তা ঝড়ে না উড়িয়ে দেয়।

[বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ]

বাস। সখি! কর্ম্মটা বড় ভাল হয় নি; রাজা পায় পর্য্যন্ত পড়ে ছিলেন, তবুও রাগ কোরে এসেছি, তা চল বরং তাঁর কাছে যাই। আহা! আমার নিমিত্তে কাতর হয়ে না জানি কি কচ্যেন। চল যাই একবার দেখি গে।

কাঞ্চ। (ঈষৎ হাস্যে) আপনি না হলে এমন বিবেচনা আর করে? তবে আসুন্ (উভয়ের আগমন)।

সাগ। মহারাজ! আমাকে ছেড়ে দিন, আমি প্রাণত্যাগ করি। আর আপনি বা কেন আমার জন্যে রাজমহিষীর কাছে অপরাধী হন? ছেড়ে দিন।

রাজা। প্রিয়ে! কি বল্ল্যে? তোমাকে ছেড়ে দেব? এ দেহে প্রাণ থাক্ত্যে তো ছাড়্তে পার্বো না।

কাঞ্চ। এই অশোক তলাতে রাজার কথা শোনা যাচ্যে।

বাস। এস, লুকিয়ে থেকে আগে শুনি, কি বল্‌ছেন, তার পর যাব।

কাঞ্চ। ক্ষতি কি? (উভয়ের গোপনে অবস্থিতি)

বিদূ। সাগরিকা! রাজা তোমাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক দেখেন, আমিও তোমার পক্ষে আছি, তোমার আর ভয় কি?

বাস। (শুনিয়া ও দেখিয়া জনান্তিকে) অলো কাঞ্চনমালা! এই যে এখানে সেই সর্ব্বনাশী আবাগী সাগরিকা রয়েছে!

কাঞ্চ। হঁা তো ওমা! তাই ত, ঐ যে কেমন এসে দাঁড়িয়েছে মরণ আর কি!

সাগ। মহারাজ! কেন আর আপনি আমার প্রতি মিথ্যা প্রণয় করেন?

রাজা। কি বল্লো প্রিয়ে! তোমার প্রতি মিথ্যা প্রণয়? তবে আর সত্য প্রণয় কোথা? বাসবদত্তার হাতে ধরি পায়ে ধরি বটে, সে সকল কপট বৈত নয়; প্রিয় কথাও বলে থাকি, তাও মুখস্থ; কিন্তু তোমার প্রতি আমার যে প্রণয়, সেই প্রণয়ই প্রণয়।

বাস। (নিকটে গিয়া) হঁা মহারাজ! এই কথাই তো তোমার উচিত বটে!

রাজা। (দেখিয়া সবিষাদে স্বগত) আবার এ কি সর্ব্বনাশ! এখন বলি কি? (চিন্তা করিয়া) তা এই কথাই বলি। (প্রকাশে) মহিষি! অকারণে মিথ্যা কেন দোষী কর? তোমার পরিচ্ছদ

দেখে আমি ভাব্‌লেম বুঝি প্রিয়া বাসবদত্তাই অভিমানে প্রাণ-ত্যাগ কচ্যেন, তাই তাড়াতাড়ি এসেছি।

বাস। (সক্রোধে) তাই তাড়াতাড়ি এসেছ বটে? হাঁহে নির্লজ্জ, লম্পট, মিথ্যাবাদী।

রাজা। (সানুনয়ে) প্রিয়ে! কেন তিরস্কার কর? আমার কোন দোষ নাহি। (চরণে পতন) প্রিয়ে! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

বাস। (সগর্ব্বে) আবার কপট পায়ে ধরায় কায কি? এ সব মুখস্থ বৈ ত নয়, যার অন্তরস্থ পায় ধরা, তারি ধরো; আমার কেন? (চরণ আকর্ষণ)।

রাজা। (স্বগত) সে সকল কথাও শুনেছেন নাকি? তবে আর কি বল্‌বো? আর কিছুতেই এ ক্রোধ পড়্‌বে না। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও অধোমুখে অবস্থান)।

বিদু। রাজমহিষি! আমাদের কোন দোষ নাই, আপনি ক্ষমা করুন্।

বাস। না, তোমাদের আবার দোষ কি? বিশেষত, তোমার্ তো কিছুই দোষ নাই। গঙ্গাজল ধুয়ে খাও, তুমি অতি নির্দ্দোষী বামণ। তবে কিনা, মাঝে মাঝে এক এক বার পৈতে ছুঁয়ে আবার দিব্যিও কোরে থাক। তা তোমার পৈতেও যেমন, তুমি বামণও তেম্‌নি।

বিদু। তা আপনি যা বলেন, কিন্তু যথার্থ আপনিই গলায় দড়ি দিচ্যেন ভেবে আমরা এখানে এসেছি। বিশ্বাস না করেন ঐ দেখুন্ লতা পড়ে রয়েছে। (অঙ্গুলি দ্বারা লতাপাশ দর্শান)।

বাস। (সক্রোধে) কাঞ্চনমালা! ঐ লতাতে বিটুলে বামণকে আর ঐ দুষ্ট মেয়েটাকে বেঁধে নেতো।

কাঞ্চ। যে আজ্ঞে! (লতাদ্বারা বসন্তকের দৃঢ়রূপে বন্ধন)।

বিদু। (সরোদনে) মহারাজ! আমি দুঃখি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার অদৃষ্টে এই ছিলো?

কাঞ্চ। কেন? সে সব কথা কি মনে পড়ে না? কেমন এখন? আঙ্‌টী পর। (সাগরিকার বন্ধন)।

সাগ। (সজলনয়নে) আমার অদৃষ্টে এই হলো? হা কপাল! মর্‌ত্যেও পেলেম না? হা কৃতান্ত! তুমিও আমার প্রতি নিতান্ত বিমুখ হলে? (কাঞ্চনমালার প্রতি) সখি তুমি আমাকে বাঁধ্‌লে!

কাঞ্চ। কি করবো ভাই! যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল ভোগ কর। (সকলকে লইয়া বাসবদত্তার প্রস্থান।)

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা! কামিলোক অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না কোরে এই রূপ বিপদেই পড়ে থাকে, যথার্থ কথা। তা যা হউক, এখন উপায় কি? মহিষী বাসবদত্তা যেরূপ ক্রোধ কোরে গেলেন, উঃ! ওঁকে সান্ত্বনা করা সহজ নয়! তা কি আগে তারি উপায় চিন্তা করবো? কি দুঃখিনী সাগরিকার অদৃষ্টে কি হলো, তাই ভাব্‌বো? না বসন্তকের ভাবনাই করবো? কি হবে! বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়িলেম, তা যাই, এখন অন্তঃপুরেই যাই। যদি কোন উপায় হয় তার চেষ্টা দেখি গে।

(রাজার প্রস্থান।)

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম প্রকরণ।

[রাজসভাগৃহ রাজার প্রবেশ।]

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাসে স্বগত) রাম বল! বাঁচিলেম! এত দিনের পর মহিষী প্রসন্না হয়েছেন। আঃ! কত দিব্যই করেছি, কত প্রিয় কথাই কয়েছি, সখীদের কতই অনুরোধ করেছি, কতই বা চরণে ধরেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি; কেবল রোদনই আমার উপকার করেছে। মহিষী আপনার নয়ন জলেই আপনার ক্রোধানল নির্ব্বাণ করেছেন। তা যা হউক, সে ভাবনা আর নাই; এখন কেবল সাগরিকার ভাবনাই বিষম ভাবনা। তাকে মহিষী কিরূপে কোথায় রেখেছেন, কি কোরেছেন, তার কিছুই নির্ণয় পাচ্যি নে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হাঃ! প্রথম দর্শনাবধি প্রিয়া সাগরিকা আমার মনোমন্দিরে নিয়তই রয়েছেন, কিন্তু আমি আর তাঁকে এ-কবার নয়নেও দেখ্‌তে পেলেম না। কি হবে? কোথা যাব? এ দুঃখের কথাই বা কার কাছে বোল্‌বো? এক বসন্তক ছিল তাকেও মহিষী বেঁধে রেখেছেন। তা আর কি কর্‌ব্যো, এই নির্জ্জনে বোসে একটু ভাবি। (একান্তে উপবেশন)

(রত্নমালা হস্তে বিষণ্নভাবে বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (স্বগত) আজ রাজমহিষী প্রসন্ন হয়ে, আমার বন্ধন খুলে দিয়ে, কত প্রকার দিব্য সামগ্রী খাইয়ে দাইয়ে বিদায় করেছিলেন ; তা আমিও আহ্লাদে আহ্লাদে রাজার কাছে যাচ্ছিলেম; কিন্তু এই কথাটা শুনে কেমন অন্তঃকরণ কচ্যে, রাজার নিকটে যেতে আর পা এগোয় না। আহাহাহা! রাজমহিষি! তুমি কি নিষ্ঠুর কি নিষ্ঠুর! (রাজাকে দেখিয়া) ঐ যে রাজা একলা বোসে আছেন। তা যাবো কি? না গেলেই বা কি হবে? কিন্তু সে কথাটা শুনলো বোধ হয় ইনি বড় দুঃখ পাবেন! তা কি করি, যাই একবার।

(নিকটে গিয়া) মহারাজ!

রাজা। (দেখিয়া আহ্লাদে উঠিয়া সহাস্যমুখে) এই যে, সখা বসন্তক! এস এস! তবে তবে, বড় যে ম্লানবদনে এলে? কেন? মহিষীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছ, কোথা তোমার আহ্লাদ দেখ্‌বো, তা না হয়ে এমন বিমর্ষ কেন?

বিদূ। (সবিষাদে) আর মহারাজ, আহ্লাদ আমোদ? (অধোবদন।)

রাজা। (সোদ্বেগে) কেন ভাই? কেন কেন? কি হয়েছে? কেন? কিছুই বোল্‌চ্যো না যে? প্রিয়া সাগরিকার সম্বাদ ত ভাল?

বিদূ। (সজল নয়নে) আমি কি কোরে আপনার কাছে সাগরিকার অমঙ্গল সম্বাদ বলি?

রাজা। (সবিষাদে) কি বল্‌লো ভাই? সাগরিকার অমঙ্গল সম্বাদ? আমার জীবিতেশ্বরী সাগরিকা কি নাই?

বিদূ। হাঁ! যেরূপ শোনা যাচ্যে তা আর কি কোরেই বা বল্‌ব!

রাজা। (সরোদনে) হা প্রিয়ে! লজ্জাশীলে! হা সৌন্দর্য্য-শালিনি! হা মিষ্টভাষিণি! তুমি কোথা গেলে? আমি কি আর তোমার সে মুখচন্দ্র দেখ্‌তে পাবো না? আমি কি আর তোমার সে সুধাতুল্য সুমিষ্ট বাক্য শুন্‌তে পাবো না? হাঁ রে নিদারুণ কঠিন প্রাণ! একথা শুনে তুই এখনো এ দেহে আছিস? এখনও পরিত্যাগ কর্‌লি নে? এখনও গেলিনে? জানিস্‌নে সেই গজ-গামিনী এতক্ষণ কত দূরে গেলেন? এরপর আর কি তুই তাঁর সঙ্গ পাবি? এর পর কি আর তাঁকে দেখ্‌তে পাবি? হা! কি হলো! সংসারের সার অপহৃত হলো! ভুবনের ভূষা বিনষ্ট হলো! আর দেহ ধারণের ফল কি! আর জীবন প্রয়াসে প্রয়োজন কি! সকলি আজ্ শেষ হলো (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

বিদূ। (রাজাকে ধরিয়া) একি! একি! হায়, কি হলো! রাজা অচৈতন্য হয়ে পড়্‌লেন। মহারাজ! উঠুন, উঠুন। হা নিষ্ঠুর রাজমহিষি! তোমার মনে এই ছিল? (বস্ত্রদ্বারা বীজন)।

রাজা। (চৈতন্য পাইয়া) হায়, কি হলো! প্রিয়া সাগরিকা কোথা গেল!

বিদূ। মহারাজ! আপনি নিতান্ত অধৈর্য্য হবেন না, এখন নিশ্চয় সংবাদ কিছু পাওয়া যায় নি। সুসঙ্গতা বল্‌লো, রাজমহিষী

তাকে উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দি বোলে কোথায় রাখ্‌ল্যেন, কি কর্‌ল্যেন, তা কিছুই বল্‌ত্যে পারি নে।

রাজা। (সবিষাদে) তবেই হলো! মহিষীর যে কোপ হয়েছে, তাতে তিনি আর কি তাঁকে জীবনে রেখেছেন? রেখে থাকেন তবু ভাল! হা মহিষি! তুমি এমন কর্ম্ম কর্‌লে? তুমি এমন নিষ্ঠুর?

বিদু। (সভয়ে) মহারাজ! আস্তে আস্তে বলুন, আবার যদি কেউ কোথা থেকে শোনে, তবে আর রক্ষা থাক্‌বে না।

রাজা। সে কথাও মিথ্যা নয়; মুক্তকণ্ঠে যে রোদন কর্‌বো তারও যো নাই। তা এখন প্রাণ ধারণ করি কি কোরে?

বিদূ। এই সাগরিকার গলার হার আমার কাছে আছে, আপনি গ্রহণ করুন্। যখন সাগরিকার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হবেন, তখন এ দেখ্‌ল্যেও কতক নিবৃত্তি হতে পার্‌ব্যে।

রাজা। (সাদরে হস্ত প্রসারণ করিয়া) কৈ ভাই! দেও। সাগরিকা আমার কণ্ঠের হার, এ আবার তার কণ্ঠের হার। আহা! দেও, দেও, একবার হৃদয়ে রাখি। (হার লইয়া) হাঁ হে ভাই হার! সে কণ্ঠচ্যুত হয়ে এখন তুমি কেমন আছ?—কৈ? কিছু বোল্‌চ্য না যে? হাঁ! হতে পারে। সেই কমনীয় কণ্ঠ হতে চ্যুত হয়ে দুঃখেই বুঝি মৌন হয়ে রহেছ? ভাই আমার ত সেই দশা, আমিও সেই কমনীয় কণ্ঠ হতে চ্যুত হয়েছি; এখন আমি তোমার তুল্য দুঃখী; তা ভাই এস, দুজনে সেই দুঃখের কথা পরস্পর বলাবলি কোরে দুঃখ নিবৃত্তি করি।

বিদূ। মহারাজ! আপনি শোকে যে একবারেই অধৈর্য্য হলেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতাবিয়োগে যেরূপ অজ্ঞান হয়ে বিলাপ করেছিলেন, আপনিও যে তাই আরম্ভ কর্‌ল্যেন।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস) বল কি ভাই! শ্রীরামচন্দ্র কি অজ্ঞান হয়েছিলেন? তিনি এমন ধৈর্য্যবান্‌ পুরুষ যে সীতা-বিয়োগে সেতুবন্ধনে সমুদ্রকেও রোধ কোরেছিলেন, আর আমি এমনি লঘুপ্রকৃতি, যে প্রিয়া সাগরিকার শোকে একটু যে নয়নের জল তাও রোধ কর্‌ত্যে পার্‌ছিনে। আমাদের সঙ্গে কি সে তুলনা খাটে ভাই! (হার পরিধান) আঃ! শরীরটে কতক জুড়ল্যো। ভাই বসন্তক! তুমি এ হার কোথা পেলে?

বিদূ। সাগরিকা নাকি এই রত্নহার আমাকে দিতে সুসঙ্গতাকে বোলেছিল, তাই সুসঙ্গতা আমাকে দিয়েছে।

রাজা। (বিলক্ষণ রূপে দেখিয়া সবিস্ময়ে) বসন্তক! এ রত্ন-হারছড়াটি দেখ্‌ছি মহামূল্য। বল্‌ত্যে কি ভাই, আমি রাজা বটে কিন্তু এমন সামগ্রী আমার গৃহেও নাই। তা এ হার প্রিয়া সাগ-রিকা কোথা পেলেন বল্‌তে পার?

বিদূ। আমি সুসঙ্গতাকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম; বলি সুস-ঙ্গতা! এমন হার সাগরিকা পেলে কোথা বল্‌ত্যে পারিস্‌? তা সে বল্‌ল্যে, যে আমিও এক দিন এই হারের কথা জিজ্ঞাসা কোরে ছিলেম, জিজ্ঞাসা কর্‌ল্যে সখী সাগরিকা ঊর্দ্ধ দিগে চেয়ে, দীর্ঘ নিশ্বেস ফেলে বল্‌ল্যে, কেন সখি আর সে কথা জিজ্ঞাসা করিস"

বোলে কেবল কাঁদ্‌তে লাগিল। তা যা হউক মহারাজ! আমার বোধ হয় সে সামান্য লোকের মেয়ে না হবে।

রাজা। তা ভাই তুমি এই হার পর; আমি যখন দেখ্‌তো চাব এক এক বার আমাকে দেখিও; নৈলে আমার কাছে এ হার মহিষী দেখ্‌তে পেলে কি আর রক্ষা থাক্‌বে?—(রত্নহার প্রদান)।

বিদূ। যে আজ্ঞা! (রত্নহার পরিধান)

[দ্বারপালের প্রবেশ।]

দ্বার। মহারাজ কী জয়। মহারাজ! বিজয়বর্ম্মা কেই খোষ খবর কহনেকে লিয়ে দরওয়াজেপর খাড়ে হ্যাঁয়।

রাজা। (স্বগত) খোষ খবর?—প্রিয়া সাগরিকার সুসম্বাদ আসে তবেই ত খোষ্‌ খবর, তা না হোলে আর খোষ খবর কি? (প্রকাশে) আচ্ছা, আনে কহো।

দ্বার। যো হুকুম মহারজ!

[দ্বারপাল প্রস্থান করিয়া বিজয়বর্ম্মাকে লইয়া প্রবেশ।]

বিজ। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ! রুমন্নান যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন।

রাজা। কি? কোশলারাজ্য জয় হয়েছে?

বিজ। আজ্ঞা, শ্রীচরণ প্রসাদে।

রাজা। আজ্‌ কোশলারাজ্য জয়ের সম্বাদ এলো, আজ্‌ কি

আনন্দের দিন! (স্বগত) কিন্তু প্রিয়া সাগরিকার অমঙ্গল সম্বাদে আর কিছুই ভাল লাগে না! অন্তঃকরণ কিছুতেই তুষ্ট হয় না। তা কি করি, বাহ্যে আনন্দ প্রকাশ না কর্‌ল্যেও তো ভাল হয় না? (প্রকাশে) তবে, তবে, বিজয়বর্ম্মা? কি রূপে যুদ্ধ টা হলো বল ত শোনা যাউক।

বিজ। মহারাজ, শুনুন তবে। সেনাপতি রুমন্নান আপনকার আজ্ঞায় এখান থেকে সকল সৈন্য সামন্ত লয়ে, একেবারে গিয়ে কোশলাধিপতির নগর আক্রমণ কর্‌ল্যেন।

রাজা। তার পর?

বিজ। তার পর কোশলাধিপতি রুমন্নানের নিকটে পরাভব সহ্য কর্‌ত্যে না পেরে, দর্পে স্বয়ং সসৈন্যে সংগ্রামে এসে ঘোরতর সিংহনাদ কোরে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো।

বিদূ। আঃ! আপনি আমোদ কোরে যুদ্ধের কথা আবার কি শুন্‌ত্যে লাগ্‌লেন? ও মারামারি কাটাকাটির কথা শুন্‌ল্যে কেবল ভয় হয় বৈ ত নয়?

রাজা। (সহাস্যমুখে) তোমারই ভয় হয়, সকলের হয় না। (বিজয়বর্ম্মার প্রতি) তার পর, কেমন যুদ্ধ হলো?

বিজ। মহারাজ! এমন যুদ্ধ কখন দেখি নাই। অস্ত্রের প্রভায় আকাশ উদ্দীপিত হলো! ক্ষণকালের মধ্যেই রক্তের নদী বৈতে লাগ্‌ল! প্র[illegible] প্রধান সেনাপতিরা ক্রমে ক্রমেই সকলি রণশায়ী হলেন! চতুর্দ্দিগে একেবারে হাহাকার পড়্‌লো!

রাজা। তার পর তার পর?

বিজ। তার পর; সেনাপতি রুমন্নান হঠাৎ হস্তি হতে লম্ফ দিয়ে পড়ে, একেবারেই কোশলাধিপতির মস্তক ছেদন কোরে ফেল্লেন।

রাজা। (আহ্লাদে) সাধু, রুমন্নান্! সাধু! কি সাহস! রুমন্নান তুমি বীর চূড়ামণি। তার পর?

বিজ। তার পর, কোশলাধিপতি রণশায়ী হলে, অবশিষ্ট সৈন্যেরা রণে ভঙ্গ দিয়ে রুমন্নানের শরণাপন্ন হলো।

রাজা। হাঁ তা হবেই ত, তার পর কি হলো?

বিজ। পরে রুমন্নান, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সেই স্থানে রেখে, যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত সৈন্য সকল সঙ্গে লয়ে পশ্চাৎ আস্‌ছেন, আমি অগ্রে সম্বাদ দিতে এলেম।

বিদূ। (আহ্লাদে) তবে তো আমাদের মহারাজের কোশলা-রাজ্য অধিকার হলো! (নৃত্যারম্ভ)।

রাজা। (পরিতোষে) ওরে, কে আছে রে? যোগন্ধরায়ণকে বল্‌গে বিজয়বর্ম্মাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দ্যান।

দ্বার। যো হুকুম মহারাজ।

[বিজয়বর্ম্মার সহিত দ্বারপালের প্রস্থান।

(কাঞ্চনমালা ও বাজীকরের প্রবেশ।

কাঞ্চ। মহারাজ! এই বাজীকর রাজমহিষীর বাপের দেশ থেকে এসেছে, তা তিনি বল্লেন আপনি এর খেলা একবার দেখুন্।

রাজা। বাজী দেখ্‌তে হবে?—(বিরক্তিভাবে স্বগত) হুঁঃ!

প্রিয়া সাগরিকার বিয়োগে আমার অন্তঃকরণ একে অস্থির, তাতে এখন আমার কি বাজী দেখ্‌বার সময়, না আহ্লাদ আমোদ করবার সময়? কিছুতেই ইচ্ছা নাই। তবে কি না মহিষী বলে পাঠিয়েছেন, না দেখ্‌লে আবার রাগ কর্‌ব্যেন। (প্রকাশে) আচ্ছা। ক্ষতি কি? তবে মহিষীকেও আসতে বল, একত্র হয়ে দেখা যাউক।

কাঞ্চ। আজ্ঞে হাঁ। রাজমহিষীও ঐ আসচ্যেন।

[বাসবদত্তার প্রবেশ।]

রাজা। (দেখিয়া সহাস্য মুখে) প্রিয়ে! এস এস, বোস। (সকলের উপবেশন)

রাজা। (বাজীকরের প্রতি) তবে বাজী আরম্ভ হোক।

বাজী। যে আজ্ঞে মহারাজ! (বাদ্য বাজাইয়া) এ-এ-এ-এ, লাগ লাগ লাগ লাগ, ভোজ রাজার বিদ্যে, ভানুমতীর গুণে লাগ; চণ্ডালের হাড়ের জোরে লাগ;—এ-এ-এ-এ, লাগে লাগে লাগে লাগে; মামির মার গুণে লাগে, কামিক্ষার মন্ত্রের চোটে লাগে; দুষমনের বুকে লাগে; আড়ালে, আবডালে, লতায় পাতায় চরে চত্বরে, জলে জঙ্গলে, লাগ্ ভেল্‌কি, কপালে উল্‌কি, সাঁতার হাতে, বঁধোর সাথে, সঙ্গে রঙ্গে, নাচে কানু, বাজিয়ে বেণু, সিদ্ধি সিদ্ধি সিদ্ধি। দেখুন দেখুন, মহারাজ! আকাশে এঁরা কে এসেছেন?

সকলে। (ঊর্দ্ধে দেখিয়া সবিস্ময়ে) একি? এই যে দেব দানব যক্ষ কিন্নর সকলই আকাশে এসেছেন! কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চার্য্য!

রাজী। (পুনর্ব্বাদ্য বাজাইয়া) এ-এ-এ-এ, ভানুমতীর গুণে, কামিক্ষার আজ্ঞে, লাগে লাগে লাগে লাগে, চক্ষে ধাঁদা লাগে, মামিরমার গুণে লাগে; মামিরমার গুণে লাগে। সভার সাথে, বিশার কাথে যে আছে জেগে, তার চক্ষে যায় লেগে; লাগ লাগ লাগ লাগ হা! ফুউউউ।—দেখুন্, দেখুন্ মহারাজ! দেখুন আবার এঁরা কে এলেন।

সকলে (ঊর্দ্ধে দেখিয়া সবিস্ময়ে) এ যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেন। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

রাজা। (দেখিয়া) তাই ত! সত্য সত্যই দেবতারা এলেন নাকি! কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

বাস। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! (সগর্ব্বে) দেখুন্ মহা-রাজ! আমার বাপের দেশের বাজী দেখুন্ একবার!—এমন কোথায় দেখেছেন?

রাজা। হাঁ! তা সত্যই বটে! বাঃ! বড় আশ্চর্য্য!

[দ্বারপালের প্রবেশ।]

দ্বার। মহারাজকী জয়! মহারাজ! সিংহল দেশছে বাজীকর জীকে সাত এক বুঢ্যা আদ্‌মি আয়কে দেউড়িপর খাড়ে হৈঁ।

রাজা। (স্বগত) সিংহল দেশ থেকে এসেছে? (প্রকাশে) আচ্ছা, আনে কহো।

দ্বার। যো হুকুম মহারাজ! (দ্বারপাল গিয়া উভয়কে লইয়া পুনরাগমন করিল)।

বাস। (দেখিয়া) মহারাজ! আমার মামার প্রধান মন্ত্রী বসুভূতি আস্‌চ্যেন। উনি বড় সম্ভ্রান্ত লোক, আপনিও তা জানেন, এখন খানিক বাজী দেখা থাক, এঁর সঙ্গে একটু কথা বার্ত্তা কউন, আমিও জিজ্ঞাসাবাদ করি কে কেমন আছেন।

রাজা। আচ্ছা, তোমার যেমন ইচ্ছা! (বাজীকরের প্রতি) বাজীকর! এখন তুমি একটু বিশ্রাম কর গে।

বাজী। যে আজ্ঞে! আমি চল্‌লেম; কিন্তু মহারাজ! আমার আর একটা খেলা মহারাজকে দেখ্‌তে হবে।

(বাজীকর ও দ্বারবানের প্রস্থান।

[বসুভূতি ও বাভ্রব্যের প্রবেশ।]

বসু। (নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হউক!

রাজা। (দেখিয়া সসম্ভ্রমে) আসুন্, আসুন ওরে কে আছে রে! শীঘ্র আসন এনে দে।

বিদূ। এই যে আসন আছে মহাশয় বসুন। (আসন প্রদান)

বাভ্রব্য। মহারাজ! প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

রাজা। (সহাস্যমুখে) এই যে আমাদের বাভ্রব্য! এস, এস, তবে এতদিন দেখিনি যে? বসো।

বাভ্রব্য। আজ্ঞে হাঁ! এত দিন এখানে ছিলেম না।

(সকলের উপবেশন)

বাস। কেমন? আমার মামার বাড়ির সকলে ত ভাল আছেন?

রাজা। তবে ? সিংহলেশ্বর ভাল আছেন ? তাঁর পরিবারেরা সকলে আছেন ভাল ?

বসু। (সবিষাদে ঊর্দ্ধ্ব দিগে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) আর কি বল্‌বো মহারাজ !

বাস। (সভয়ে) কেন ? কেন ? কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?

রাজা। কেন ? এত বিষাদিত দেখ্‌চ্যি কেন ? কোন অমঙ্গল হয়েছে নাকি ? তাঁরা শারীরিক ত সকলে ভাল আছেন ?

বসু। (সজল নয়নে) মহারাজ ! কি বল্‌বো ? বল্‌ত্যে হৃদয় বিদীর্ণ হয় ! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সিংহলেশ্বরের কন্যা রত্নাবলী অতি সুলক্ষণা ;—আপনি তা শুনে থাক্‌বেন ; তাঁকে যিনি বিবাহ কর্‌ত্যে পার্‌বেন, তিনি পৃথিবীর রাজা হবেন কোন সিদ্ধ-পুরুষ এই আদেশ করাতে, আপনার মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণ আপনকার নিমিত্তে সিংহলেশ্বরের নিকটে ঐ কন্যাটী প্রার্থনা কোরে পাঠিয়ে ছিলেন ; কিন্তু ভাগিনী বাসবদত্তার পাছে এতে মনোদুঃখ হয়, এই ভেবে সিংহলেশ্বর প্রথমে সম্মত হন নাই।

রাজা। (স্বগত) কি ? যোগন্ধরায়ণ আমাকে না জানিয়ে বিক্রমবাহুর নিকটে কন্যা প্রার্থনা কোরে পাঠিয়ে ছিলেন ! সে কি ? আমাকে না বোলে তিনিতো কখন কোন কর্ম্ম করেন না। (চিন্তা করিয়া) হঁ্যা ! বোধ হয় এর বিশেষ কোন কারণ থাক্‌বে। (প্রকাশে) তার পর ?

বসু। তার পর, যোগন্ধরায়ণ, মহিষী বাসবদত্তা অগ্নিদাহে বিনষ্ট হয়েছেন, সিংহলদেশে এই প্রবাদ তুলে দিয়ে, পুনর্ব্বার এই

বাভ্রব্যকে কন্যার প্রার্থনায় পাঠান। তা রাজা সে কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন ; কিন্তু বিবেচনা কর্‌ল্যেন, বৎসদেশাধিপতির সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিল তা তো গেল ; তবে সম্বন্ধ একটা রাখাও উচিত, এই মন্ত্রণা করে আমাকে ডেকে বল্‌ল্যেন, "বসুভূতি ! তুমি রত্না-বলীকে নিয়ে বৎসাধিপতি উদয়ন রাজার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে এস"।

রাজা। তার পর ?

বসু। তার পর আমি তাঁর আজ্ঞানুসারে রত্নাবলীকে শুভক্ষণে এক অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়ে, অন্যান্য পরিচারক সমিভ্যারে, এই বাভ্রব্যকেও সঙ্গে নিয়া আস্‌ছিলেম।

রাজা। তার পর ?

বসু। তার পর, বিপদের কথা আর কি বোল্‌ব। সমুদ্রের মধ্যস্থলে এলে, হঠাৎ একটা ঝড় ওঠাতে নৌকা অমনি জলে মগ্ন হয়ে গেল। আর—(রোদন)।

বাস। (ব্যাকুলভাবে) আঁ ? কি সর্ব্বনাশ ! নৌকা ডুবি হয়েছে !—হা কি হলো ! (সরোদনে) আমার ভগিনী রত্নাবলী তবে কি নেই ?—হায় ! আমি কোথা যাব ! আমার অদৃষ্টে কি হলো ! আমার মামা মামির আর নেই ! তাঁরা এ কথা শুন্‌ল্যে আর বাঁচ্‌বেন না। (রোদন)

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ) আহাহা ! কথাটা শুনে অত্যন্ত দুঃখ পাওয়া গেল ! কি বিপদ্‌ ! কি সর্ব্বনাশ !—তা আপনারা কি রূপে রক্ষা পেলেন ?

—। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) সে বিপদের সময় কে

কোথা গেল তার ঠিকানা নাই। আমরা দুজনে জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে সমুদ্রের মধ্যে একটা চড়া পেয়ে তাতেই উঠ্‌লেম্‌। পরে, ভাগ্যক্রমে কিঞ্চিৎ বিলম্বে আপনকার সেনাপতি রুমন্নান সেই স্থানদিয়ে কোশলরাজ্য জয় কর্‌ত্যে যাচ্ছিলেন, আমাদের দেখ্‌ত্যে পেলেন, তাই প্রাণরক্ষা হলো। তা যা হউক আমাদের বেঁচেই বা আর কি ফল? রাজাকে গিয়ে কি কোরে মুখ দেখাব? কি কোরেই বা বল্‌বো? আহা! তাঁর সেই কন্যাটী মাত্র সন্ততি, তা সেটীকেও আমরা সমুদ্রে বিসর্জ্জন কোরে এলেম? আমাদেরো সেই সঙ্গে যদি মরণ হতো! (রোদন)

বাস। (সরোদনে তবু আমার অদৃষ্ট ভাল যে তোমারা বেঁচে এসেছ। আহা! আমার ভগিনী রত্নাবলীও যদি বাঁচ্‌ত! আহা! বোন্‌! আমি তোমাকে একবার চক্ষেও দেখ্‌তে পেলেম্‌ না? হাঁরে বিধাতা! তোর মনে এই ছিল?

রাজা। প্রিয়ে! কেঁদোনা কেঁদোনা, কাঁদ্‌লে আর কি হবে বল? নিয়তি কে অন্যথা কর্‌ত্যে পারে? দেখ বসুভূতি আর বাভ্রব্য এঁরাই এর দৃষ্টান্ত স্থল। সে দুর্গমে এঁরা বেঁচে এলেন, পরমায়ু ছিল বোলেই তো! তা যদি রত্নবলীরও পরমায়ু থাক্‌তো, তবে তিনিও বাঁচ্‌তেন। পরমায়ু থাক্‌লে একটা না একটা উপায় হয়েই ওঠে।

(নেপথ্যে মহা কলরব) ওরে জল নিআয়। জল নিআয়। সব জ্বলে গেল! অন্তঃপুরে আগুন্‌ লেগেছে!—ওরে ভারি আগুন লেগেছে রে!

রাজা। (সচকিতে) ও কি? এটা গোলমাল উঠ্‌লো কিসের?

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে) ওরে অন্তঃপুরে আগুন লেগেছে রে! ওরে এমন আগুন কখন দেখি নি, ওঃ! সিংহলদেশে মিথ্যা প্রবাদ উঠেছিল যে রাজমহিষী বাসবদত্তা দগ্ধ হয়েছেন, তাই বুঝি আজ্‌ সত্যই হলো রে!

রাজা। (সম্ভ্রমে) কি? মহিষী বাসবদত্তা দগ্ধ হয়েছেন? হা প্রিয়ে! কোথা গেলে? (দেখিয়া) এই যে মহিষী! আঃ! আমি এমনি ব্যাকুল হয়ে পড়িছি, যে মহিষী নিকটে আছেন তবু দেখতে পাই নে।

বাস। (সোদ্বেগে) মহারাজ! রক্ষা করুন্! রক্ষা করুন্!

রাজা। (সসম্ভ্রমে) ভয় কি প্রিয়ে? ভয় কি? এই যে আমি কাছে আছি তোমার ভয় কি?

বাস। (সবিনয়ে) আমার নিমিত্তে বল্‌ছি নে, সাগরিকাকে রক্ষা করুন্ আমার পূজার ঘরের পাশে সে বাঁধা আছে—কি হবে? কি হবে?—আহা! সাগরিকার দশা কি হলো?

রাজা। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া) ভয় কি? ভয় কি? আমি চল্যেম্, যেমনকোরে পারি তাকে বাঁচাতেই হবে।

[শীঘ্র গমনোদ্যোগ।)

বাস। (সভয়ে) সে কি? সে কি? আপনি কি অগ্নিমধ্যে প্রবেশ কর্‌বেন নাকি?

বিদূ। (রাজার বস্ত্র ধরিয়া) মহারাজ! যাবেন না, যাবেন না।

রাজা। (বিরক্তি ভাবে বস্ত্রাকর্ষণ করিয়া) আঃ! কি কর। ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও, আমি বেঁচে থাক্‌তে আমার সাগরিকার অমঙ্গল হবে, তবে আর আমার দেহধারণে ফল কি? ছেড়ে দেও; আমি প্রিয়া সাগরিকার বিরহ দাবানলই সহ্য করেছি, তায় মরিনি, তা এ সামান্য অগ্নিতে আমার কি হবে?

(বেগে গমন।)

সকলে। মহারাজ! করেন কি? করেন কি?

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের গমন।)

দ্বিতীয় প্রকরণ।

এক নির্জ্জন গৃহ।

(শৃঙ্খলবদ্ধা সাগরিকা আসীনা।)

সাগ। (অগ্নিশিখা দেখিয়া সভয়ে) একি! উঃ! ঘরে আগুন্ লেগেছে? আহা অগ্নিঠাকুর! আজ্ বুঝি চিরদুঃখিনী সাগরিকার দুঃখশান্তি কর্‌তে আপনিই এলেন! ঠাকুর! আর আমার কেউ নাই; তুমিই যদি এ দুঃখিনীর দুঃখ নিবৃত্তি করো তবেইত হয়। তা কি কর্‌বে? আমার কি এমন কপাল যে মৃত্যু হবে! সমুদ্রের মধ্যে নৌকা ডুব্‌লো, তায় মৃত্যু হয় নাই, অশোক

গাছে গলায় দড়ি দিতে গেলেম্, তাও হলো না। রাজমহিষী এতদিন বেঁধে রেখে কত ক্লেশ দিচ্যেন, তাতেও মলেম না, এখন কি আগুনে আমার মৃত্যু হবে? বিশ্বাস ত হয় না! দেখি কি হয়? (ঊর্দ্ধ্বদিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে) একি? একেবারে ঘরশুদ্ধ জ্বলে উঠেছে? তবে এখনো আমার শরীরে তাপ লাগে না কেন? (চিন্তা করিয়া) হাঁ! হতে পারে আমি নাকি জীবিতেশ্বরের বিরহতাপ সর্ব্বদাই সহ্য কচ্যি, তাই তাপ সয়ে সয়েই এক প্রকার অভ্যাস হয়ে গেছে, তাতেই এ এমন যে আগুন, এর তাপেও তাপ বোধ হচ্যে না। তা এই হয় এই, একেবারেই পুড়ে মরি। (সবিষাদে) তা আমি মরি তায় ক্ষতি নাই, তবে কি না মনে এই দুঃখ রৈলো যে এমন সময় মাবাপের সঙ্গে একবার দেখা হলো না। হা পিতামাতা! তোমরা কোথা রৈলে? আমি তোমাদের এত আদরের মেয়ে, আমার অদৃষ্টে শেষে এই হলো?—(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ) তা যা হোক, যদি মর্‌তেই হলো, তবে এই সময় একবার জীবিতেশ্বরকে মনে মনে দেখি না কেন? দেখ্‌তে দেখ্‌তে এখন মৃত্যু হবে, তা হলে তাঁকে জন্ম জন্মান্তরেও কি আর পাব না? সেই ভাল (চক্ষুর্নিমীলন করিয়া অবস্থিতি।)

[রাজার প্রবেশ।]

রাজা। (শীঘ্র গিয়া সাগরিকাকে লইয়া আনিতে আনিতে) প্রিয়ে সাগরিকে! ভয় নাই, ভয় নাই, আমি এই তোমাকে নে এলেম। আর ভয় কি? আমি থাক্‌তে তোমার ভয়? (দেখিয়া)

কৈ? আগুন্ কোথা গেল? সে কি! এই যে যেমন অন্তঃপুর তেমনিই আছে! একি আশ্চর্য্য!

সাগরিকা। (চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক রাজাকে দেখিয়া স্বগত) একি! সেই আমার জীবিতেশ্বর কি সাক্ষাৎ নয়ন গোচর হলেন,—না সেইরূপ চিন্তা কর্ত্যে কর্ত্যেই বুঝি এটা ভ্রম উপস্থিত হলো।—না এতো ভ্রম নয়, এই যে তিনিই আমাকে নিয়ে যাচ্যেন। (প্রকাশে) একি মহারাজ! আপনি কেন এই আগুনের মধ্যে এসেছেন! আমাকে ছেড়ে দিয়ে শিঘ্রির আপনার প্রাণ রক্ষা করুন।

রাজা। প্রিয়ে! সেকি? একি কখন হতে পারে? তোমাকে ছেড়ে আমার জীবন ধারণের ফল কি?

সাগ। না মহারাজ! আমাকে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, আমি চির দুঃখিনী, আমার মরণই ভাল। এখন অগ্নি যদি সদয় হয়ে অভাগিনীকে এ যন্ত্রণা হতে মুক্ত করেন, আপনি তাতে আর বাধা দেবেন না।

রাজা। না প্রিয়ে আর ভয় নাই, আগুন্ নিভে গেছে।

[বাসবদত্তা, বাভ্রব্য, বসুভূতি, ও বিদূষকের
পুনঃ প্রবেশ এবং সাগরিকার
সলজ্জায় অবস্থিতি।]

সকলে। (নিকটে গিয়া) কৈ? কৈ? আগুন্ কৈ?

রাজা। (সবিস্ময়ে) তাই ত! আমরা সকলি কি স্বপ্নে দেখ্‌-

লেম নাকি ? সে কি ?—না !—স্বপ্ন কেন হবে ? বোধ হয় আমাদের মতিভ্রম হয়ে থাক্‌বে ; কিম্বা এ মায়া—

বিদূ। মহারাজ ! আমি বোধ করি এ আর কিছুই নয় ; এ ভোজবাজী। বাজীকর বেটা তো তখনি বলে ছিল "আমার আর একটা বাজী আপনাকে দেখ্‌তে হবে" তা এ তাই ; তার আর সন্দেহ নাই।

রাজা। হাঁ, ঠিক্ বলেছ ; তাই হতে পারে। (সাগরিকার হস্ত ধরিয়া বাসবদত্তার প্রতি) প্রিয়ে ! এই ত তোমার সাগরিকাকে এনেছি।

বাস। (সহাস্যবদনে) হাঁ নাথ ! আমারই সাগরিকা বটে।

বসু। (সাগরিকাকে দেখিয়া জনান্তিকে) হাঁ হে বাভ্রব্য ! কেমন হলো—এই কন্যাটী যেন ঠিক রাজকন্যা রত্নাবলীর মত নয় ?

বাভ্র। (জনান্তিকে) আজ্ঞে হাঁ, আমারও সেইরূপ সন্দেহ হচ্যে, তা আপনি কেন একবার রাজাকে জিজ্ঞাসা করুন্ না।

বসু। (প্রকাশে) মহারাজ ! এ কন্যাটী কে ?

রাজা। আমি বল্‌তে পারি নে ; মহিষী জানেন্।

বসু। রাজমহিষি ! আপনি এ কন্যাটীকে কোথায় পেলেন্ ?

বাস। আমাদের মন্ত্রী যোগন্ধরায়ণ এই কন্যাকে আমার কাছে রেখেছেন ; বলেছেন, এ কন্যাটীকে নাকি সাগরে পাওয়া গিছিলো, তাই আমরাও একে সাগরিকা সাগরিকা বলে ডাকি ; এটী কে তা আমিও বিশেষ জানি নে ; তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল্যে জানা যেতে পারে।

বসু। কি বল্যেন, সাগরে পাওয়া গিয়েছে, (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) ভাল, বসন্তকের গলায় এই যে রত্নমালা দেখ্‌ছি এ মালা কার?

বিদূ। এ ঐ কন্যারি মালা, আমার কাছে আছে।

বসু। (আহ্লাদে) বাভ্রব্য! আর দেখ কি? ইনি আমাদের সেই রাজকন্যা রত্নাবলীই বটে, তার আর সন্দেহ নাই। (নিকটে গিয়া) রাজকন্যে রত্নাবলি! তোমাকে যে জীবিত দেখ্‌বো আমাদের এমন আশা ছিল না। (রোদন)

সাগ। (দেখিয়া সচকিতে) কেও মন্ত্রিমহাশয়! (সখেদে) এত দিনের পরে এসে তুমি এই দশায় আমাকে দেখ্‌লে? হা, আমি অভাগিনী! আমার অদৃষ্টে এত দুঃখও ছিল! পিতামাতাও আমাকে একবার আর তত্ত্বও কর্‌ল্যেন্ না। হা পিতামাতা! (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

বাস। (সোৎসুকা হইয়া) মন্ত্রিমহাশয়! এই কি সেই আমার ভগিনী রত্নাবলী?

বসু। হাঁ রাজমহিষি! ইনিই বটেন। সমুদ্রের মাঝে আমরা এঁকে হারিয়ে ছিলেম, তা কোনরূপে এঁকে যোগন্ধরায়ণ পেয়ে থাক্‌বেন।

বাস। (নিকটে গিয়া হস্তদ্বারা গাত্রস্পর্শ) আহা বোন্! তুমি যে রত্নাবলী তা আমি জান্তেম না। আহা! আমি তোমার অভাগিনী ভগিনী; আমি না জেনে তোমাকে কত দুঃখই দিয়েছি!—আহা তুমি কত মনে করেছ!—ওঠ ওঠ, আমার

কোলে এস। (ক্রোড়ে মস্তক লইয়া বস্ত্রদ্বারা বীজন ও রোদন।)

রাজা। (পরমাহ্লাদে) ইনিই কি সিংহলেশ্বর বিক্রমবাহুর কন্যা? ইনিই সেই রত্নাবলী?

বসু। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ! ইনিই আমাদের রাজকন্যা।

বাভ্র। মহারাজ! যে কন্যার নিমিত্ত যোগন্ধরায়ণ আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন; ইনি সেই কন্যাই বটেন।

বিদূ। মহারাজ! মহামুল্য রত্নাবলী দেখে আমি তখনিই ত বলেছিলেম, বলি এ সামান্য লোকের মেয়ে নয়।

বসু। রাজকন্যে রত্নাবলি! ওঠ ওঠ, ইনি যে তোমার বড় ভগিনী বাসবদত্তা, ইনি তোমার নিমিত্তে কত দুঃখ কর্‌চ্যেন; তুমি ওঠ, উঠে এঁকে প্রণাম কর।

সাগ। (চৈতন্য পাইয়া রাজার প্রতি কটাক্ষ করিয়া স্বগত) আমি রাজমহিষীর নিকটে যে অপরাধিনী আছি, কেমন কোরে আর মুখ দেখাব? (উঠিয়া অধোমুখে অবস্থিতি।)

বাস। (সবিনয়ে) মহারাজ! আমি অতি নির্দ্দয়! অতি নিষ্ঠুরের কর্ম্ম করেছি! আমার অত্যন্ত লজ্জা হচ্যে; কিন্তু আমা-রও নিতান্ত দোষ নাই; যোগন্ধরায়ণই আমাকে অপরাধিনী করে-ছেন। তিনি যদি সেই সময় বল্‌তেন, তা হলে কি এমন কর্ম্ম হয়। তা যা হবার হয়েছে; এখন আপনি এর বন্ধন খুলে দিন্‌।

রাজা। (সপরিতোষে) হাঁ! এই যে আমি এখুনি বন্ধন মোচন কোরে দিচ্যি। (সাগরিকার বন্ধনমুক্তি।)

[যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ।]

যোগ। (আহ্লাদে) মহারাজের কোশলারাজ্য তো লাভ হয়েছে। হবে নাই বা কেন? পৃথিবীরাজ্য লাভের কারণ যে রত্নাবলী তিনিই গৃহে এসেছেন, আর ভাবনা কি? (চিন্তা করিয়া) আঃ! বিক্রমবাহুর কন্যা রত্নাবলীকে কত ষড়যন্ত্র কোরে এনে রাজ-মহিষীর হস্তে গোপন ভাবে রেখেছি। আজ্ বসুভূতি আর বাভ্রব্য এসেছেন, আজ্ সেই কন্যার সঙ্গে রাজার বিবাহ দিব। এ বিবাহ হলেই রাজার পৃথিবীরাজ্য লাভ হবে। তা যা হউক, এত যে আমি কর্‌চি, কিসে মঙ্গল হবে প্রাণপণে চেষ্টা পাচ্যি, তথাপি রাজার নিকটে যেতে ভয় হচ্যে, ভৃত্যভাবটা কি ভয়ঙ্কর! (নিকটে আসিয়া) মহারাজ! জয় হউক।

রাজা। যোগন্ধরায়ণ! তুমি আমাকে না জানিয়ে কেন এ কন্যাকে মহিষীর নিকটে রেখেছ?

যোগ। (অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া) মহারাজ! সে অপরাধ মার্জ্জনা আজ্ঞা হয়। এ কন্যার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্তও ত আপনি শুনেই-ছেন, তার আর অধিক কি বল্‌ব। আমি বিবেচনা করেছিলেম, কন্যা সাগরে পাওয়া গেল, ভাল, বসুভূতি আস্‌ছেন শুনিছি, আসুন্, পরে মহারাজকে বল্‌বো। তা এর মধ্যে যে আপনাদের এত ব্যাপার উপস্থিত হবে তা জানতে পারি নাই।

রাজা। তবে বাজীকরকেও বুঝি তুমি পাঠিয়ে ছিলে?

যোগ। আজ্ঞা, তা না হলে অন্তঃপুরে রাজকন্যা বন্ধনদশায়

থাকলেন, আপনিও আর দেখ্‌তো পান না, বসুভূতি এসেছেন, ওঁর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় না, তাই আমি বাজীর কাণ্ড কোরে আপনাকে উদ্বিগ্ন করেছি; তা আপনি তাহাও আমাকে ক্ষমা করুন্।

রাজা। যোগন্ধরায়ণ! তুমি আমার ভালোর নিমিত্তই এ সকল করেছ, তা এতে তো তোমার কোন দোষ দেখ্‌ছি নে। তবে তার আর ক্ষমা কি? (বাসবদত্তার প্রতি সহাস্যমুখে) প্রিয়ে! এইতো তোমার ভগিনী রত্নাবলীর যথার্থ পরিচয় পেলে, তা এখন কি কর্ত্তব্য!

বাস। (সহাস্যমুখে) আর আপনার অমন কোরে বল্‌বার আবশ্যক কি? বলুন্ না কেন রত্নাবলীকে আমায় দাও।

বিদূ। বলেন্ মন্দ কি? মুখে এক খানি অন্তরে এক খানি আর কেন? যা বল্‌তো হয় পষ্ট কোরে বলাই ভাল, আমি যা বুঝ্‌তে পারি।

বাস। কৈ রত্নাবলি! এসতো ভাই!—মুখ খানি তোমার শুকিয়ে গেছে! আহা! মরে যাই আমি! আমি অভাগিনী তোমাকে কতই ক্লেশ দিয়েছি! আমা হতে কত দুঃখই পেয়েছ! তা এখন ভাই কিছু দিন সুখভোগ করো। (নিজালঙ্কারে সাগরিকাকে সুসজ্জিত করিয়া, হস্ত ধরিয়া সহাস্যমুখে রাজসমীপে আগমন পূর্ব্বক) মহারাজ! এই নেন্।

রাজা। (সপরিতোষে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্যমুখে) দাও দাও—প্রিয়ে! তোমার অনুরোধ, অবশ্য গ্রহণ কর্‌লেম্। (সাগরিকার পাণিগ্রহণ)

বাস। (হাস্য করিয়া) হঁা নাথ! আমারি অনুরোধ বটে, তা যা হোক্, এর মা বাপ দূর দেশে আছেন, আপনি একে একটু স্নেহ মমত্ব কর্‌ব্যেন্।

বিদু। (স্বগত) তার জন্যে আর বড় বল্‌তে হবে না। ঐ যে কথায় বলে, "পাগ্‌লা ভাত খাবি! না হাত ধোব কোথায়?" তাই।

বসু। হঁা, এ রাজমহিষীর যোগ্য কথাই বটে কেমন লোকের মেয়ে, না হবে কেন?

রাজা। (পরমাহ্লাদে) কি বল্‌ল্যে প্রিয়ে? স্নেহ মমত্ব কর্‌ব্যো। তা এতো আর অন্য কেউ নয়, তোমার ভগিনী, অবশ্য কর ব্যো, অবশ্য কর্‌ব্যো।

বিদু। (আহ্লাদে) আঃ আজ্ আমাদের কি আনন্দের দিন! এত দিনে মনের সাধ পূর্ণ হলো! তা এতো মহারাজের শুধু রত্না-বলী লাভ নয়, এর সঙ্গে সঙ্গে সকল পৃথিবীও হস্তগত হলো। তবে আর আমাদের আহ্লাদের সীমা কি? (নৃত্যারম্ভ)।

রাজা। (আহ্লাদে) সত্য বটে, এত কালের পর আজ্ সকল বাসনাই পূর্ণ হলো।

যোগ। মহারাজ! এক্ষণে আর আপনার কি প্রিয় কার্য্য কর্‌বো আজ্ঞা করুন্।

রাজা। এর পর আর কি প্রিয় কার্য্য আছে? তবে এখন ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা, পৃথিবীতে সুবৃষ্টি হোক, প্রজারা সুখে থাকুক; লোকে সাধুসমাগম লাভ করুক, আর বজ্রতুল্য কঠোর,

গরল তুল্য দুঃসহ, খলের দুর্ব্বাক্য, যেন কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়।

[নটীর প্রবেশ ও সংগীত।]

রাগিণী আড়ানা বাহার। তাল তেহট।

হে সভাজন শুন নিবেদন।
আমরা কৃপাধীন দীন অকিঞ্চন ॥
রত্নাবলী রত্ন জেনে, রাগ রঙ্গ তান মানে,
যত্নে তুষিতে সুজনে, করেছি প্রাণ পণ।
রঙ্গেতে রঙ্গ সঙ্গত, সঙ্গীত করেছি যত,
হলে সুজন সম্মত, কৃতার্থ হয় মন।
ক্ষমতার দোষে যদি, হয়ে থাকি অপরাধী,
ক্ষমা কর গুণনিধি, প্রকাশি নিজ গুণ ॥

(সকলের প্রস্থান)

ইতি রত্নাবলী নাটক সমাপ্ত।

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।